বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

১৮০০-১৮৫৬

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

১৩৫৭ অগ্রহায়ণ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
৩·১

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

উপক্রমণিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গীয় সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। সতী বা সহমরণ প্রথার দরুন শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের দুর্দশার একশেষ হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ও সর্বপ্রথম সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহার শিক্ষার আয়োজন করা দরকার, এ কথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন। রক্ষণশীল রাজা রাধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে প্রাচীন হিন্দু নারীদের শিক্ষার উন্নতির বহু নজির সংগ্রহ করিয়া দিয়া তিনি পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকারকে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন।[১] এই পুস্তকে যে শোভাবাজার-রাজপরিবারের উল্লেখ আছে তাহা এই রাধাকান্ত দেবেরই পরিবার। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবার, পোস্তার রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পরিবার প্রভৃতিতেও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। বাহির হইতে শিক্ষয়িত্রীরা আসিয়া এইসকল পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং 'আলালের ঘরের দুলাল'-প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র নিজ 'আধ্যাত্মিকা' পুস্তকের ইংরেজি ভূমিকায় এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৮১৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শৈশবে যখন পাঠশালায় পড়েন তখন দেখিয়াছেন তাঁহার পিতামহী মাতৃদেবী এবং খুড়িপিসিগণ সকলেই বাংলা পুস্তক পড়িতে অভ্যস্ত; তাঁহারা বাংলা লিখিতে এবং বাংলায় হিসাব রাখিতে পারিতেন। কিন্তু মেয়েদের জন্য তখনও কোনো প্রকাশ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই এ বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হয়।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তথা গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে ১৮১৩ সনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে নূতন সনন্দ লাভ করে তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই দুইটিও ধার্য হয়, ১. শিক্ষাখাতে ভারত গবর্নমেণ্টের রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয়, এবং ২. এ দেশে খৃস্টান পাদ্রীদের অবাধ গতিবিধি। প্রথমটির দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে কোনো সুবিধা হয় নাই; দ্বিতীয়টির ফলে খৃস্টান মিশনরীদের চেষ্টায় কলিকাতায় ও মফস্বলে বহু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। তাঁহারাও কিন্তু প্রথমে সাক্ষাৎভাবে স্ত্রীবিদ্যালয়স্থাপনে অগ্রণী হন নাই, অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় মহিলারা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের অধীনে, কখনো বা স্বতন্ত্রভাবে সোসাইটি বা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এইসকল সোসাইটির মারফত তাঁহারা অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ হিন্দু প্রধানগণ প্রথম প্রথম তাঁহাদের কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি

অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে প্রথম অগ্রসর হন ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি। এই সোসাইটি ১৮১৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পুরা নাম 'The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools'। ইহা স্থাপনের ইতিহাস এইরূপ: কলিকাতাস্থ ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রীগণ ১৮১৯ সনের এপ্রিল মাসে মিসেস পীয়ার্স এবং মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণকে বাঙালি বালিকাদের শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষালয়প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ

করেন। ইহার দুই-এক মাসের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রীগণ অন্যান্য মহিলা ও মিশনরীদের সহায়তায় উক্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সম্পাদক, ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স ইহার সভাপতি হইলেন। সোসাইটির নিয়মাবলীও সঙ্গেসঙ্গে রচিত হইল। মাসিক বা বাৎসরিক চাঁদা দিলে যে-কেহ ইহার সভ্য হইতে পারিতেন। সভাপতি এবং চৌদ্দজন মহিলা লইয়া কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইল। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন একজন কোষাধ্যক্ষ, দুইজন সম্পাদক এবং একজন চাঁদা-সংগ্রাহক। বৎসরে একবার সাধারণ সভা আহ্বানের কথা উক্ত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত হয়।[২]

কলিকাতার গৌরীবাড়িতে বাঙালি মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮১৯ সনের মে-জুন মাস নাগাদ। এই বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হয় জুভেনাইল স্কুল। প্রথমে এদেশীয় শিক্ষয়িত্রী না পাওয়ায় বিদ্যালয়ের কার্য অতি মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। বৎসরের শেষ পর্যন্ত মাত্র আটটি ছাত্রী এখানে পড়াশুনা করিতে আসে। ১৮২০ সনের এপ্রিল মাসে একজন দেশীয় শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেলে ছাত্রীসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণীতে (১৪ ডিসেম্বর ১৮২১) প্রকাশ, তখন ইহার ছাত্রী-সংখ্যা বত্রিশে দাঁড়ায়। এই ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন বয়স্ক, এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাগদি বৈষ্ণব ও চণ্ডাল জাতীয়া। মিশনরী বা সরকারী বিদ্যালয়সমূহের মত এখানে জাতিভেদের লক্ষণ আদৌ পরিলক্ষিত হইত না।

উক্ত বিবরণীতে আরও প্রকাশ, মূল বিদ্যালয় ব্যতীত কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের নামেরও কতকটা বৈশিষ্ট্য ছিল। যে যে স্থানের মহিলাদের অর্থে বিদ্যালয় স্থাপিত

হইত তাঁহাদের নাম ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইত ; যেমন, লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল। এই সময় বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল উনআশি জন। প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে মাত্র একুশ জনের উল্লেখ ছিল। এই ছাত্রীসংখ্যার মধ্যে ছিয়াত্তর জনই শিক্ষয়িত্রীদের নিকট পাঠ লইত।[৩]

হিন্দুপ্রধানেরা প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয়ে নিজ নিজ পরিবারের কন্যাদের না পাঠাইলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। রাধাকান্ত দেব কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার শোভাবাজার রাজবাটিতে ছাত্রদের ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষা লওয়া হইত। ১৮২১ এবং ১৮২২ সনে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীরাও এই পরীক্ষা দিতে আসিত, ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বারে পরীক্ষায় সোসাইটির দুইটি বিদ্যালয় হইতে চল্লিশ জন ছাত্রী উপস্থিত হয়। দুই বারেই তাহাদের পাঠোৎকর্ষ দেখিয়া উপস্থিত দেশী-বিদেশী ভদ্রমণ্ডলী প্রীতিলাভ করেন।[৪] ইহার পর আর বাৎসরিক পরীক্ষায় ছেলেদের সঙ্গে সোসাইটির মেয়েদের পরীক্ষা দিতে দেখি না।

এই সময়ে, ১৮২২ সনের প্রথমে, পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রকাশিত হইলে তাহাতে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া পাঁচ শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে ইহার অংশবিশেষ পঠিত হইত।

১৮২৩ সনে সোসাইটির বিদ্যালয় ছিল সংখ্যায় আটটি। এই বৎসরের মধ্যেই ইহা 'বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান স্কুল সোসাইটি'র মহিলাবিভাগে

পরিণত হয়। এই বারে ১৯ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার গৌরী-বাড়িতে সোসাইটির স্কুলের ছাত্রীবৃন্দের একটি সাধারণ পরীক্ষা হয়। তাহাতে এক শত চল্লিশ জনের উপরে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রী যোগদান করে। সে যুগে এই ধরনের পরীক্ষাকালে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং সংবাদপত্রসম্পাদকেরা নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত থাকিতেন। পাদ্রী উইলিয়ম কেরী, উইলসন, জেটার ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ ছাত্রীদের লিখনপঠন ও বর্ণবিন্যাসের পরীক্ষা লইতেন। ছাত্রীদের ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর পরীক্ষার বিষয় হইতে পাঠ্য-তালিকা সম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারা যায়। প্রথমশ্রেণীতে বর্ণমালা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে জেটারের স্পেলিং বা বর্ণবিন্যাসের বই, চতুর্থশ্রেণীতে মাতা ও কন্যার কথোপকথন ও পীয়ার্সনের স্পেলিং বই, পঞ্চমশ্রেণীতে মাতা ও কন্যার কথোপকথন, নীতিকথা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং পীয়ার্সনের স্পেলিং বই আর ষষ্ঠশ্রেণীতে পীয়ার্সনের 'মাতা ও কন্যার কথোপকথন', স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, পীয়ার্সের ভূগোল প্রভৃতি পড়ানো হইত। পরীক্ষাকালে ছাত্রীগণের পাঠে উৎকর্ষ দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

ইহার পূর্ব বৎসর হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে সূচীশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এক বৎসরের শিক্ষার ফলেই তাহারা ইহাতে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তাহাতে উপস্থিত সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। মিসেস কোলম্যানের সাক্ষাৎ-পরিচালনার ফলে বিদ্যালয়গুলি এতাদৃশ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সোসাইটির আটটি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীগণ আসিয়া এই পরীক্ষা দেয়। এই আটটি বিদ্যালয় ব্যতীত সোসাইটি কর্তৃক আরও দুইটি বিদ্যালয় এই বৎসরেই প্রতিষ্ঠিত হইল। গৌরীবাড়ি তখন কলিকাতার প্রান্তভাগে অবস্থিত থাকায় নিমন্ত্রিত ভদ্রবৃন্দের তথায়

যাতায়াত সম্ভব ছিল না, এ কারণ কলিকাতার মধ্যস্থলে এইরকম পরীক্ষা গ্রহণের জন্য 'গবর্নমেণ্ট গেজেট'-সম্পাদক পরামর্শ দেন।

বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটির অঙ্গীভূত হইবার পর জুভেনাইল সোসাইটির কার্য কলিকাতার অভ্যন্তরে এবং মফস্বলেও দ্রুত প্রসার লাভ করে। উক্ত বাৎসরিক পরীক্ষার (১৮২৩) তিন বৎসর পরে ১৮২৬ সনের ১৬ জানুয়ারি তারিখে গৃহীত আর-একটি সাধারণ পরীক্ষার বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু কলিকাতার উত্তর বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রায় একশত জন ছাত্রী বেনাভোলেণ্ট ইন্‌স্টিটিউশনে আসিয়া এই পরীক্ষা দেয়। ইয়েটস্, পীয়ার্স ও পিকার্ডের সাহায্যে পাদ্রী উইলসন ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই পরীক্ষার বিবরণও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবর্নমেণ্ট গেজেটের ২৬ জানুয়ারি ১৮২৬ সংখ্যায় পূর্ব বারের মত এবারকার পরীক্ষারও একটি বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতেও দেখিতে পাই ছাত্রীগণ ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দিতেছে। এবার কিন্তু পাঠ্যতালিকায় একটি বিষয় নূতন দেখা যাইতেছে। পূর্ব হইতেই হয়তো ইহার শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। উচ্চতর তিন শ্রেণীতে বাইবেলের অংশবিশেষ এবং খৃস্টধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তক হইতেও নানা প্রশ্ন তুলিয়া পরীক্ষকগণ ছাত্রীদের পরীক্ষা করিলেন। উত্তর বিভাগের মত কলিকাতার দক্ষিন বিভাগের ছাত্রীদের খিদিরপুরে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব হয়, কিন্তু ইহার বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ইতিমধ্যে কলিকাতায় লেডিজ সোসাইটি নামে আর-একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় এবং বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করে। গবর্নমেণ্ট গেজেট উক্ত পরীক্ষার বিবরণদান-প্রসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করেন।

জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয়সংখ্যা ১৮২৯ সনে কুড়িটিতে দাঁড়ায়।

১৮৩২ সন নাগাদ দেখা যায়, নাম পরিবর্তিত হইয়া ইহা 'ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি' নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। এই বৎসরে প্রকাশিত সোসাইটির একাদশ কার্যবিবরণীর একটি সংক্ষিপ্তসার ১৮৩২ সনের ডিসেম্বর মাসের 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অব্জার্ভার' প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে উক্ত নূতন নাম পাওয়া যাইতেছে। 'অব্জার্ভার' বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রদূত হিসাবে সোসাইটি তখনও ইহার প্রসারকার্যে ব্যাপৃত। কলিকাতা ও অন্যান্য কেন্দ্রের বালিকাবিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধেও এইরূপ জানা যাইতেছে : কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে সোসাইটির তখন সাতটি স্কুল ছিল। মিসেস ডব্লিউ. এইচ. পীয়ার্স, মিসেস ইয়েট্স, মিসেস পেসী এবং মিসেস টমাস এ সমুদয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সাতটি স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল দেড় শত। চিৎপুরে মিসেস জি. পীয়ার্সের তত্ত্বাবধানে একটি সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় স্কুল ছিল ; এখনকার ছাত্রীসংখ্যা এক শত কুড়ি জন। কাটোয়ার কেন্দ্রীয় স্কুল পরিচালিত হয় মিসেস ডব্লিউ কেরীর দ্বারা ; এখানকার ছাত্রীসংখ্যা দুই শত। বীরভূমের চারিটি স্কুলে মোট ছাত্রী ষাট জন, এবং তত্ত্বাবধায়ক মিসেস উইলিয়মসন। পূর্বে বিভিন্ন স্থলে যেসব বিদ্যালয় ছিল তৎসমুদয় একটি কেন্দ্রীয় স্কুলে একত্র করার দরুন ছাত্রীদের উপস্থিতি যেমন নিয়মিত করা হয়, তাহাদের পাঠোৎকর্ষও তেমনি বাড়িয়া যায়।

এতক্ষণ দেখা গেল, ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলসমূহের ছাত্রীদিগকে বাংলার মাধ্যমে অবেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজি শিক্ষা এইসকল বিদ্যালয়ে আদৌ দেওয়া হইত না। ক্রমে খৃস্টতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলে উচ্চবর্ণের দরিদ্র হিন্দুকন্যারাও এসব স্কুলে পড়া ছাড়িয়া দেয়। তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীরাই এখানে আসিয়া ভিড় করিত। সে যাহা হউক, প্রকাশ্য স্ত্রীবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটিই পথপ্রদর্শক।

লেডিজ সোসাইটি

লেডিজ সোসাইটির পুরা ইংরেজি নাম 'Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity'। এই সোসাইটি ১৮২৪ সনে চার্চ মিশনরী সোসাইটির আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কিরূপে স্থাপিত হইল তাহার একটু আনুপূর্বিক ইতিহাস দেওয়া দরকার। দেশে-বিদেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি নামে একটি সংঘ ছিল। কলিকাতা স্কুল সোসাইটিকে সাহায্য করিবার জন্য এই সোসাইটি ১৮২১ সনের নবেম্বর মাসে কুমারী মেরী অ্যান্ কুককে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। আমরা দেখিয়াছি, তখন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের রীতি ছিল না। এ কারণ কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কর্ণধারগণ কুমারী কুকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তবে ইহার দেশীয় সম্পাদক রাধাকান্ত দেবের পরামর্শে চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাহাদের পূর্বপ্রকাশিত বিদ্যালয়সমূহের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

চার্চ মিশনরী সোসাইটির সহায়তায় কুমারী কুক ঠন্‌ঠনিয়া মির্জাপুর শোভাবাজার কৃষ্ণবাজার মল্লিকবাজার ও কুমারটুলিতে কয়েকটি নূতন অবৈতনিক স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন। স্থানীয় অধিবাসীরাও তাঁহাকে সাহায্য করেন। ১৮২২ সনের এপ্রিল মাস নাগাদ আটটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রীসংখ্যা হয় কিঞ্চিদধিক দুই শত। এক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়সংখ্যা দাঁড়ায় পনরোটিতে এবং এগারোটির জন্য আলাদা বাড়িও তৈরি হয়। তিন শতাধিক ছাত্রী এই বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়ন করিতে থাকে। প্রথমে ছাত্রীদের লিখন ও পঠন শিখানো হইত। যখনই কয়েকটি বালিকার অক্ষরজ্ঞান হইত তখনই তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নীতিকথা ও অন্যান্য বাংলা পুস্তক পড়ানো

হইত, সঙ্গেসঙ্গে সীবনকার্যও শিখানো হইত। ছয়টি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বহু ঝাড়ন প্রস্তুত করে। কোনো কোনো ছাত্রী সূক্ষ্ম সূচীকর্মেও পটু হয়। এই ধরনের কাজের জন্য ছাত্রীদিগকে যথাযথ পারিশ্রমিকও দেওয়া হইত। কয়েকটি স্কুলে ছাত্রীরা বুননকার্য শিখিতে আরম্ভ করে। বিদ্যালয়সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। কিন্তু হিন্দু সম্ভ্রান্ত ঘরের মাত্র একজন বিধবা তখন পর্যন্ত পাওয়া যায়। তাঁহার উপর একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ভার অর্পিত হইল। তিন জন যুবতী তখন শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

আমরা এইসকল তথ্য পাই চার্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রী আর্চডিকন করীর একখানি আবেদনপত্র হইতে। কলিকাতার কেন্দ্র-স্থলে বালিকাদের জন্য একটি সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় স্কুল স্থাপন-উদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট তাঁহার এই আবেদন। ১৮২৩ সনের ৬ মার্চ তারিখের 'গবর্নমেণ্ট গেজেটে'র অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়। এই আবেদন-পত্রে তিনি লেখেন যে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাওয়ায় এবং দূরে দূরে এগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকায় কুমারী কুককে প্রত্যহ ঐসকল স্থানে যাইয়া একই বিষয় পুনরাবৃত্তি করার দরুন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। কেন্দ্রস্থলে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সেখানে উচ্চশ্রেণীর বালিকারা সমবেত হইয়া কুক মহোদয়ার নিকট হইতে একই সময়ে পাঠ লইতে পারিবে। ইহার দ্বারা এক দিকে যেমন তাঁহার শ্রম লাঘব হইবে অন্য দিকে তেমনই ছাত্রীদের দ্রুত পাঠোন্নতিও ঘটিবে।

ইতিমধ্যে সোসাইটির পাদ্রী আইজাক উইলসনের সঙ্গে কুমারী কুকের বিবাহ হয়। কুমারী কুক অতঃপর মিসেস উইলসন নামে পরিচিত হইলেন। ১৮২৪ সনের আরম্ভে বালিকাবিদ্যালয় চব্বিশটিতে দাঁড়ায়। তখন চার্চ মিশনরী সোসাইটি সাক্ষাৎভাবে এ সমুদয়ের পরিচালনভার নিজেদের

হাতে না রাখিয়া তাঁহাদেরই অধীনে মহিলাদের দ্বারা গঠিত একটি সোসাইটিকে অর্পণ করেন। এই সোসাইটি ১৮২৪ সনের ২৫ মার্চ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লেডিজ সোসাইটি নামে আখ্যাত হয়। ইহার কাজ হইল উক্ত বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা বাদে একটি সেণ্ট্রাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করা। তদানীন্তন বড়লাটপত্নী লেডী আমহার্স্ট সোসাইটির 'পেট্রনেস' বা পৃষ্ঠপোষক হইলেন, সহকারী পৃষ্ঠপোষক হইলেন আট জন। তেরো জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা লইয়া সোসাইটির কমিটি গঠিত হয়। সোসাইটির সম্পাদিকা মিসেস এলারটন এবং তত্ত্বাবধায়ক মিসেস উইলসন উক্ত সভার সদস্য হইলেন। লেডিজ সোসাইটি অতি তৎপরতার সহিত কার্য আরম্ভ করিলেন। তবে এ কথা স্থির হইল যে, লেডিজ সোসাইটি উঠিয়া গেলে স্কুলগুলি স্বতঃই চার্চ মিশনরী সোসাইটির হাতে আসিবে। বাৎসরিক বত্রিশ টাকা চাঁদা দিতে পারিলে লেডিজ সোসাইটির সাধারণ সদস্য হওয়া যাইত।[৬] প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, চাঁদাদাতাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাও কম ছিল না।[৭] তাঁহারা সোসাইটির কার্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন।

চব্বিশটি বিদ্যালয় এবং চারি শত ছাত্রী লইয়া লেডিজ সোসাইটি কার্য শুরু করিয়া দেন। পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার ১৮২৪ সনে 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়কে'র তৃতীয় সংস্করণে লেখেন যে, ঐ সময় কলিকাতায় অন্তত পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গড়ে ষোলোটি ছাত্রী ধরিলে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল তখন আট শত। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ও লেডিজ সোসাইটির স্কুল ও ছাত্রীদের কথাই এখানে বলা হইতেছে। লেডিজ সোসাইটির কার্যবিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইহার বার্ষিক সভা, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষা প্রভৃতির বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইত।

এইসকল হইতে ইহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে বেশ একটা আঁচ করা যায়। ১৮২২ হইতে ১৮২৭ সন পর্যন্ত সোসাইটির স্কুল, ছাত্রী এবং পরীক্ষায় উপস্থিত ছাত্রীদের সংখ্যা মোটামুটি এইরূপ ছিল—

সন	বালিকা বিদ্যালয়	ছাত্রীসংখ্যা	যাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে
১৮২২	৮	২০০	-
১৮২৩	১৫	৩০০	১১০
১৮২৪	২৪	৪০০	১০০
১৮২৫	৩০	৫০০	-
১৮২৬	-	৫৪০	২০০
১৮২৭	-	৬০০	১৭০

লেডিজ সোসাইটির উদ্বোধন-সভায় একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাঁহাদের কন্যাগণকে এইসকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ পাঠাইতেছেন এবং পাঠ্য বিষয়াদি তাঁহাদের মনোনীত হইয়াছে। ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষায় যেসব হিন্দুপ্রধান উপস্থিত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা শিবকৃষ্ণ, নীলমণি দাস, কৃষ্ণসখা ঘোষ এবং কাশীনাথ ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা ছাত্রীদিগকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন, কেহ কেহ ইউরোপীয় মহিলা ও ভদ্রমহোয়দের সঙ্গে একযোগে তাহাদের পরীক্ষাও লইতেন। এইসব বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, ছাত্রীরা ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতি বিষয় বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা করিত।

উচ্চশ্রেণীতে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র কোনো কোনো অধ্যায়ও পঠিত হইত ও সীবনকর্মও শিক্ষা দেওয়া হইত। উৎকৃষ্ট ছাত্রীরা পুরস্কারস্বরূপ সিকি আধুলি ও শাড়ি পাইত।[৮]

১৮২৭ সনের ১৪ ডিসেম্বরে গৃহীত পরীক্ষায় ছাত্রীদের তিনটি বিভাগে ভাগ করিয়া পরীক্ষা লওয়া হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রী উক্ত বিষয়সমূহ ব্যতীত বাইবেল ও খৃস্টতত্ত্বমূলক পুস্তকাবলীর কিয়দংশেরও ভালো ভাবে পরীক্ষা দেয়।[৯] ইহা হইতে মনে হয়, ১৮২৭ সনের দুই-এক বৎসর পূর্ব হইতেই স্কুলসমূহে খৃস্টতত্ত্ব অবশ্যপাঠ্য করা হয়।

এখন লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্য প্রধান উদ্দেশ্য কলিকাতায় একটি সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা যাক। লেডিজ সোসাইটি এই উদ্দেশ্যে একটি ভাণ্ডার খুলিয়া কলিকাতা বোম্বাই ও লণ্ডনে চাঁদা তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রতি বৎসরই পরীক্ষাকালে শখের জিনিসের একটি প্রদর্শনী হইত। উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ অতিরিক্ত মূল্যে ঐসকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন ; মূল্য বাবদ আদায়ের টাকা উক্ত ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইত। এই প্রসঙ্গে রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। কেননা তিনি সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল আশু প্রতিষ্ঠাকল্পে সোসাইটির হস্তে ইহার গৃহনির্মাণের জন্য এককালীন কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। সোসাইটির মহিলাবৃন্দ পূর্বেই তাঁহার এই দানের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ১৮২৫ সনের ২৩ ডিসেম্বর ছাত্রীদের যে বাৎসরিক পরীক্ষা হয় তাহাতে উক্ত মহিলাবৃন্দ একখানি সাদা কাপড়ের উপর এই কথা-কয়টি লেখেন MAY EVERY BLESSING ATTEND THE GENEROUS RAJAH BAIDYANATH। রেশম সূতায় তুলিয়া বিশপ হেবার দ্বারা ইহা রাজা বৈদ্যনাথকে উপহার দেওয়াইলেন।[১০] এখানে আর-একটি কথাও বলা আবশ্যক। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের রানী স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বাটীতে বসিয়া মিসেস উইলসনের নিকট তিনি ইংরেজি শিখিতেন। তিনিও এই সেণ্ট্রাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা হইবার পর বহু দিন সেখানে যাতায়াত করিতেন।

যথোপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে সোসাইটি হেদুয়ার পূর্ব পার্শ্বে ভূমি ক্রয় করিলেন। এই অঞ্চল তখন কলিকাতার জনাকীর্ণ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহারই সন্নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুল ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পঁচিশ বৎসর পরে হেদুয়ার পশ্চিম পার্শ্বে উক্ত কারণেই বেথুন সাহেব বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য ভূমি সংগ্রহ করেন। প্রারম্ভিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ হইলে বড়লাটপত্নী আমহার্স্ট ১৮২৬ সনের ১৮ মে মহাসমারোহে কলিকাতা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন।[১১]

সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলভবনের নির্মাণকার্য ১৮২৭ সনের মাঝামাঝি নাগাদ অনেকটা অগ্রসর হয়। এই সময় সোসাইটির বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীসংখ্যা ছিল ছয় শত। প্রতিদিন গড়ে চারি শত ছাত্রী উপস্থিত হইত। এইসকল ছাত্রীর মধ্যে একটি অন্ধ ছাত্রী পড়াশুনায় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের গৃহনির্মাণ শেষ হইবার পূর্ব হইতেই মিসেস উইলসন উক্ত ভবনের নিকটবর্তী একটি গৃহে ছাত্রীদের একত্র করিয়া পড়াইতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার অনেক সময় বাঁচিত, শ্রমও অনেকটা লাঘব হইত।[১২]

সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক সভা হয় ১৮২৮ সনের ১৭ জুন তারিখে। সভায় এক শত শ্বেতাঙ্গ মহিলা, কলিকাতার লর্ড বিশপ, সুপ্রিম কোর্টের (পরে, কলিকাতা হাইকোর্ট) প্রধান বিচারপতি, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, কাশীনাথ মল্লিক এবং আরও মান্যগণ্য দেশীয় বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলগৃহের নির্মাণকার্য ইতিপূর্বেই শেষ হইয়া যায়। ১৮২৮ সনের ১ এপ্রিল তারিখে মিসেস উইলসন কর্তৃক ইহার দ্বার উন্মোচিত হয়। উক্ত বার্ষিক সভায় পূর্ব বৎসরের যে কার্যবিবরণী প্রদত্ত হইল তাহা পাঠে জানা যাইতেছে যে, ঐ বৎসরে সোসাইটির বিদ্যালয়গুলির

পুনর্গঠনকার্যও সম্পন্ন হয়। ইহা সংক্ষেপে এইরূপ : সোসাইটির অধীনে ঊনত্রিশটি বিদ্যালয় ছিল, এই বিদ্যালয়গুলিকে সেণ্ট্রাল স্কুল হইতে সমদূরবর্তী করিয়া চারিটি ভাগে ভাগ করা হয় ; সেণ্ট্রাল স্কুলে প্রত্যহ ছাত্রীদের উপস্থিতি সংখ্যা সত্তর, শ্যামবাজার বিভাগে আশি এবং অন্য তিনটি বিভাগীয় স্কুলের প্রত্যেকটিতে ত্রিশ জন ; মোট দুই শত চল্লিশ জন। নূতন ব্যবস্থায় ছাত্রীসংখ্যা কমিয়া গেলেও মিসেস উইলসনের পক্ষে প্রত্যহ তত্ত্বাবধান করা সহজ হয় এবং পাঠে উৎকর্ষও দ্রুত হইতে থাকে। এই বিবরণী হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, বর্ধমানে মিসেস ডিয়ারের তত্ত্বাবধানে চারিটি বালিকাবিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাতে মোট ছাত্রীসংখ্যা এক শত জন।[১৩] এই বার্ষিক সভাতেও সোসাইটির জন্য অর্থ সংগৃহীত হইল। উপস্থিত ভারতবাসীরাই দিলেন দুই হাজার টাকা।[১৪]

এই পুনর্গঠিত স্কুলগুলির বালিকাদের প্রথম প্রকাশ্য বার্ষিক পরীক্ষা হয় ১৮২৮ সনের ১৭ ডিসেম্বর। এইসকল বিদ্যালয় হইতে বাছাই-করা একশতটি ছাত্রী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরীক্ষা দিল। পাঠ্যতালিকায় বাইবেল ও খৃস্টতত্ত্বমূলক কাহিনীসকল পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল। বালিকারা সকলেই অল্পবয়স্ক হইলেও পাঠে বেশ উন্নতি দেখায়।[১৫] বলা বাহুল্য, বাংলাভাষার মাধ্যমেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে মনিটর বা শিক্ষয়িত্রীদের একটি নূতন শ্রেণী খোলা হয়। তাঁহারাও এবারে প্রথম এই পরীক্ষা দেন। এই শ্রেণীর ছাত্রীদের সম্বন্ধে পাদ্রী লঙ্ বলেন, তাঁহারা তরুণী বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা। তাঁহারা পূর্বে সোসাইটির স্কুলসমূহে পড়িতেন। পরে তাঁহারা আসিয়া মিসেস উইলসনের আশ্রয় লন। তাঁহারা এই শ্রেণীতে থাকিয়া শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতেন। এই শ্রেণীটিতেই পরবর্তীকালের স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়।[১৬]

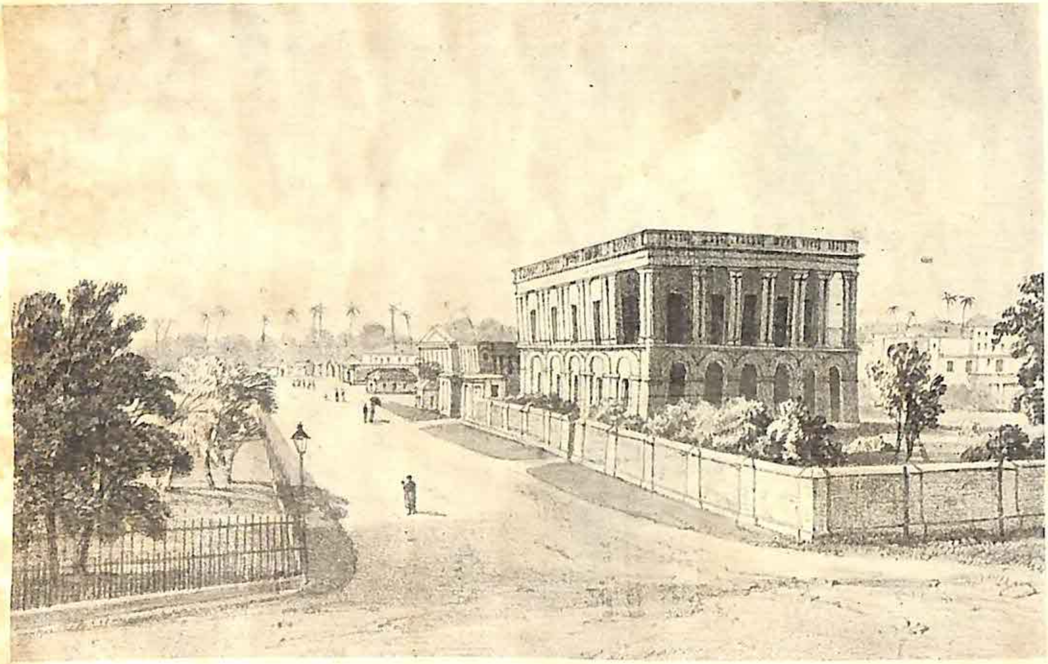
১৮২৯ সনের ৪ নবেম্বর তারিখে পরবর্তী বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। এ বৎসর সোসাইটির স্কুলসমূহে গড়ে এক শত সত্তর জন ছাত্রী উপস্থিত হয়, এবং আশি জন বাছাই-করা ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। পর বৎসরেও যথারীতি পরীক্ষা হয়। ছাত্রীরা পাঠে বেশ উন্নতি করিতে থাকে। লেডিজ সোসাইটির অষ্টম বার্ষিক সভা হয় ১৮৩১ সনের ১০ আগস্ট। সোসাইটির কার্য এলাহাবাদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কলিকাতার সেণ্ট্রাল স্কুল বাদে মির্জাপুর বর্ধমান কালনা পাটনা বারানসী এবং এলাহাবাদের স্কুলগুলির অবস্থাও এবারকার কার্যবিবরণী পাঠে বিশদভাবে জানা গেল। এইসকল স্কুলে পাঁচ শতের উপর ছাত্রী পড়াশুনায় লিপ্ত ছিল।[১৭]

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এইসকল বিত্থালয়ের খৃস্টতত্ত্ব অধ্যয়ন পাঠ্য-তালিকার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, অল্পবয়স্ক ছাত্রীদের কোমল হৃদয়ে খৃস্টধর্মের কথা গাঁথিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহারা পাঠ-সমাপনান্তে নিজ নিজ গৃহে ইহার ভাব প্রচার করিতে পারে। কিন্তু এই আসল উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ না হওয়াতে সোসাইটির উদ্যোক্তারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু পিতামাতাদের সংস্কার গোঁড়ামি এবং অজ্ঞতার দরুনই ছাত্রীদের শিক্ষা সংস্কার কার্যে মোটেই সমর্থ হয় নাই।[১৮] লেডিজ সোসাইটির মনোগত অভিপ্রায়ের বিষয় জানিতে পারিয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ ইহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পূর্বের ন্যায় ইহার প্রতি আর সহানুভূতিসম্পন্ন থাকিতে পারেন নাই। ১৮৩১ সনের ১৪ ডিসেম্বর সোসাইটির স্কুলগুলির ছাত্রীদের পুনরায় বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। পরবর্তী ১৯ ডিসেম্বর তারিখে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তদীয় 'দি রিফর্মার' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকে এই উপলক্ষ্যে লেখেন: ছাত্রীগণ শিক্ষা লাভ করিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের বাড়িতে বসিয়া শিক্ষা দিবেন ইহাই এ সকল বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার পক্ষে দুইটি

বিষম বাধা রহিয়াছে। একটি হইল শিক্ষালাভান্তে নিম্নশ্রেণীর বালিকাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রেরণ করিলে সেখানে তাহারা ক্বচিৎ প্রবেশের অনুমতি পায় ; দ্বিতীয়টি এবং অধিকতর মারাত্মক বাধা হইল, ছাত্রীদের খৃস্টান শাস্ত্র পড়িতে বাধ্য করানো। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণ যদি ইহার প্রতিষ্ঠাকালে সাধারণকে এই আশ্বাস না দিতেন যে, এখানে কোনো ধর্ম-বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে কি আর ইহার এত উন্নতি হইতে পারিত ? ইহার পরে তিনি সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে এই পরামর্শ দিলেন যে, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি আরও দৃঢ়ীভূত ও উদারতর করা আবশ্যক। শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদের জাতীয় সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই বর্তমান ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারিবে এবং হিন্দু কলেজ যেমন পুরুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারাও সেইরূপ নারীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে।

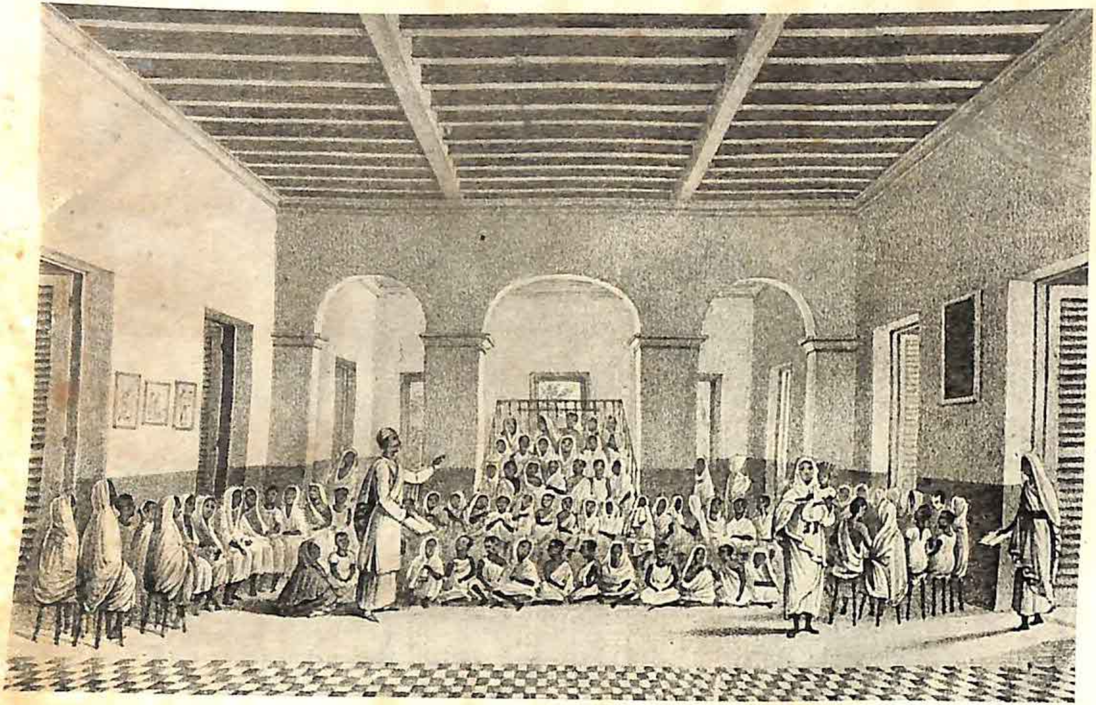
'রিফর্মার' মারফত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই উপদেশ সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত হয় নাই, যদিও ইহার কর্তৃপক্ষ শিক্ষার ফলাফল দেখিয়া বিশেষ আশান্বিত হইতে পারিলেন না। কোনো কোনো পত্রিকা ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতি দেখিয়া কিন্তু প্রশংসাই করেন। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' ১৮৩২ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় ৭ ডিসেম্বরে গৃহীত দশম বাৎসরিক পরীক্ষার বিবরণে প্রকাশ, সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয়সমূহ হইতে সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ভবনে তিন শত জন ছাত্রী এই পরীক্ষায় যোগদান করেন। বাইবেল ও খৃস্টধর্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুস্তক ছাত্রীদের নিয়মিত পড়ানো হইত এবং পরীক্ষা কালে এতৎসমুদয় হইতে তাহাদের পরীক্ষাও লওয়া হইত।

দক্ষিণবঙ্গে ১৮৩৩ সনে ভীষণ জলপ্লাবন এবং পর বৎসর যুক্তপ্রদেশে



সেণ্ট্রাল স্কুল

Priscilla Chapman লিখিত Hindoo Female Education (1839) গ্রন্থ হইতে



সেণ্ট্রাল স্কুলের অভ্যন্তর

Priscilla Chapman লিখিত Hindoo Female Education (1839) গ্রন্থ হইতে

একটা বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়। উভয় কারণেই বহু শিশু পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়ে। মিসেস উইলসন জলপ্লাবনের পরেই অনেক পিতৃমাতৃহীন শিশুকে আশ্রয় দেন ও সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে একটি শিশুশ্রেণী খুলেন। তাহাদের শিক্ষার ভার মিসেস উইলসন স্বয়ং গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন বড়লাটপত্নী লেডী বেন্টিঙ্কের উপস্থিতিতে ছাত্রীদের পরীক্ষা গৃহীত হইল। শিশুশ্রেণীর ছাত্রীদের পাঠে উন্নতি দেখিয়া বড়লাটপত্নী বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রীরা কেহই একাদিক্রমে দুই বৎসরের অধিককাল স্কুলে পড়িতে পাইত না। কিন্তু এই শিশুশ্রেণীর ছাত্রীদের একসঙ্গে বহুদিন পড়াশুনা করিবার সুবিধা ছিল। তাহারা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের মধ্যেই থাকিত।[১৯]

মিসেস উইলসন ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সোসাইটির কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার আশ্রিত পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ করিতেছিলেন। তাঁহারই চেষ্টাযত্নে আগরপাড়ায় একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি ১৮৩৬, ২১ অক্টোবর এই আশ্রম পরিচালনার ভার লইলেন। মিসেস উইলসন ১৮৪২ সনের জানুয়ারি নাগাদ আগরপাড়ায় অনাথাশ্রমের (orphanage) কাজে লিপ্ত ছিলেন।[২০] তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় মত পরিবর্তিত হইলে তিনি আগরপাড়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। এখান হইতে ১৮৪৫ সনের জুন মাসের প্রথমে তিনি 'প্রিকার্সর' জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[২১] এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে মিসেস উইলসনের কৃতিত্ব কখনো ভুলিবার নয়।

মিসেস উইলসনের পর ১৮৩৭ সনে সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল তত্ত্বাবধানের ভার মিসেস টমসন এবং মিসেস হোয়াইট গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া এ দেশে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে বিশেষ সহায়তা করে।

লেডিস সোসাইটি ১৮৪০ সনে সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ব্যতীত আরও তিনটি স্কুল পরিচালনা করিতেন। এ তিনটি হইতেছে মির্জাপুর স্কুল, সারকুলার রোড স্কুল এবং হাওড়া স্কুল। মোট এই চারিটি স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত। দেশীয় খৃস্টানদের কন্যারাই এসব বিদ্যালয়ে বেশি পড়িত।[২২] লেডিস সোসাইটির কার্য ক্রমেই সংকুচিত হইয়া আসে। ১৮৫২ সনে কলিকাতায় ইহার এই সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলটি মাত্র ছিল। তবে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে ইহা দ্বারা আরও ছয়টি স্কুল পরিচালিত হইত। এই-সব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মেয়েরা একত্র বসিয়া পড়াশুনা করিত। বাংলা লিখনপঠন, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের সাধারণ জ্ঞান এবং সেলাইয়ের কাজ ছাত্রীদের শিখানো হইত। খৃস্টান ধর্মগ্রন্থাদি যে পড়ানো হইত তাহা বলাই বাহুল্য। খৃস্টান মেয়েরা বোর্ডিঙে থাকিয়া সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে অধ্যয়ন করিত, সেইজন্য ইহা একটি বোর্ডিং-স্কুলের পর্যায়ে পড়ে।[২৩]

পূর্বে বলা হইয়াছে, এই বিদ্যালয়টিতে শিক্ষয়িত্রী সংগঠনের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৫২ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি একটি পুরাপুরি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন হইতেই সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের সঙ্গে ইহাকে মিলিত করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ইহা কার্যকরী হইতে আরও কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৫৭ সনে উভয়ই মিলিত হইয়া একটি নর্মাল স্কুল গঠিত হইল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্রবধূ অল্পবয়সে পরলোকগতা বিদুষী বালসুন্দরী ঠাকুরের জীবনীকার পাদ্রী এড্‌ওয়ার্ড স্টরো *Our Indian Sisters* পুস্তকে এই মর্মে লিখিয়াছেন, বালিকাবিদ্যালয়গুলির জন্য এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের পরিবারে নারীগণের শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব বিশেষ অনুভূত হইল। ইহার ফলেই 'Normal School for the Training of Christian Female

'Teachers' নামক একটি নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলেরও আংশিক উদ্দেশ্য এইরূপই ছিল। ১৮৫৭ সনে তুইটি বিদ্যালয় একীভূত হইল এবং নাম পরিগ্রহ করিল—"Normal, Central and Branch Schools"। ইহার পরেই সম্ভবত লেডিজ সোসাইটির কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ভবনটি হেতুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অদ্যাপি বর্তমান।

লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন

পূর্বোক্ত সোসাইটি তুইটির মত লেডিজ অ্যাসোসিয়েশনও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে কম কার্য করে নাই। ইহার পুরা নাম 'Calcutta Ladies' Association for Native Female Education'। ১৮২৫ সনের ১৪ই জানুয়ারি কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা এই অ্যাসোসিয়েশন বা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তুইটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া ইহা প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা, ১. লেডিজ সোসাইটির আনুকূল্যে প্রস্তাবিত সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ, এবং ২. লেডিজ সোসাইটির স্কুল যে যে অঞ্চলে ছিল না সেসব স্থলে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ইহা হইতে এই অ্যাসোসিয়েশনকে লেডিজ সোসাইটির আনুষঙ্গিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। মিসেস উইলসন এই সভার অধিনেত্রী হইলেন। ইহার কার্য পরিচালনের জন্য প্রধানত চাঁদাদাতাদের মধ্য হইতে একটি পরিচালকসভা গঠিত হইল।

লেডিজ অ্যাসোসিয়েশনেরও কতকগুলি নিয়মকানুন রচিত হইল। বৎসরে বারো টাকা চাঁদা দিলেই ইহার সভ্য হওয়া যাইত। যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের স্কুলগুলির তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহাদের এই চাঁদা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। পূর্বোক্ত সোসাইটি তুইটির ন্যায় প্রতি বৎসর ইহারও একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবার কথা থাকে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদা ও দান এইরূপে তুই

ভাগে ভাগ করিয়া রাখার কথা হইল : ১. সেণ্ট্রাল স্কুলের জন্য এবং ২. কলিকাতা লেডিস অ্যাসোসিয়েশনের অধীন বালিকা-বিদ্যালয়গুলির জন্য। অ্যাসোসিয়েশনের বিষয় ১৮২৫, ২৮ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ সভায় সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। এখানে এ কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হইল যে, লেডিজ সোসাইটির কার্য-প্রসারোদ্দেশ্যেই ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

এই অ্যাসোসিয়েশনটি প্রকৃত প্রস্তাবে লেডিজ সোসাইটিরই একটি অঙ্গ ছিল, প্রারম্ভেই এ কথা বলা হইয়াছে। ইহার কার্যও বেশি ব্যাপক ছিল না। একারণ ইহার কার্যকলাপের বিষয় অধিক প্রচারিত হইতে দেখি না। এমন কি ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত পাদ্রী লঙের *Hand-Book of Bengal Missions* গ্রন্থে ইহার সামান্যই উল্লেখ পাই। সমসাময়িক সংবাদপত্র না পাইলে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যাইত না। কলিকাতা লেডিজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয় ১৮২৬ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে। ১৮২৬এর ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের গবর্নমেণ্ট-গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহার বিবরণ বাহির হইয়াছিল। ইহা হইতে জানা যায়, লেডিজ সোসাইটির স্কুল হইতে দূরে দূরে অ্যাসোসিয়েশন ছয়টি বালিকাবিদ্যালয় খুলিতে সমর্থ হয়। ঐসব অঞ্চলের মহিলারাই ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রথম বৎসরে অ্যাসোসিয়েশন দুই হাজার টাকা তুলিতে সমর্থ হয় এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইহার অর্ধেক এক হাজার টাকা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের জন্য দান করে।

অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা হয় ১৮২৭ সনের ২৯ জানুয়ারি। দ্বিতীয় বৎসরে ইহা আরও ছয়টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। কুমারী হেব্রন নাম্নী একজন মহিলাকে ইহার বেতনভোগী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হওয়ায় আট জন

মহিলা স্বেচ্ছায় এই ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা পালা করিয়া বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিতেন। সেক্রেটারী পাদ্রী আইজাক উইলসন প্রদত্ত কার্যবিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়, বারোটি স্কুলই অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, কিন্তু শেষে দুইটি উঠিয়া যায়। অবশিষ্ট দশটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল এক শত ষাট জন। ছাত্রীদের অধিকাংশই মুসলমান-কন্যা; হিন্দুদের অপেক্ষা ইহারা অতি অল্প দিনই স্কুলে লেখাপড়া করে। শ্রেণীভেদে খৃস্টতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন পুস্তকও পড়ানো হইত। এই বিবরণী হইতে বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের ১৮২৬ সনের ৪ ডিসেম্বরে গৃহীত দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষার কথাও আমরা জানিতে পারি। ছাত্রীদের পাঠোৎকর্ষে সকলেই মুগ্ধ হন। ইটালী স্কুলে এই বৎসর নিয়মিত ভাবে মাসিক পরীক্ষাও লওয়া হইত।[২৪]

ইটালী ও জানবাজার অঞ্চলেই অ্যাসোসিয়েশনের অধিকাংশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থের অভাবে এতগুলি স্কুল রক্ষা করা ইহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তৃতীয় বৎসরে ইহাকে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইল। তৃতীয় কার্যবিবরণীতে বলা হয় যে, পূর্ব বৎসরের দশটি স্কুলের মধ্যে কয়েকটি উঠিয়া যায়, অবশিষ্টগুলি মিলাইয়া দুইটি বড় স্কুল গঠিত হয়, একটি বেনেটোলায় এবং অপরটি চাঁপাতলায়। প্রথমটিতে চল্লিশ জন এবং অপরটিতে প্রায় পঁচিশ জন ছাত্রী প্রত্যহ হাজির হইত। এই বৎসরে সাত জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা স্বেচ্ছায় ইহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। তাঁহারা পর্যায়ক্রমে ছাত্রীদিগকে বাংলার মাধ্যমে পড়াইতেন। কয়েক জন ছাত্রী সীবনকর্মও শিক্ষা করে।[২৫] তৃতীয় বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮২৭ সনের নবেম্বর মাসে। ছাত্রীরা পূর্বের মতই কৃতিত্বের সহিত ইহাতে উত্তীর্ণ হয়।

১৮২৮ সন হইতে ১৮৩২ সন পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ

জানা যায় নাই। তবে ১৮৩৩ সনের ১৯ মার্চ ইহার অধীন ছাত্রীদের একটি বাৎসরিক পরীক্ষার কথা হইতে জানা যাইতেছে। তখন অ্যাসোসিয়েশন সার্কুলার রোডে একটিমাত্র স্কুল পরিচালনা করিতেন। বাইবেলের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়ই ছাত্রীদের পড়ানো হইত। কাজেই ইহাকে একটি 'বাইবেল-স্কুল'ও বলা যাইতে পারিত।[২৬]

পাদ্রী লঙ্ যে তাঁহার পুস্তকে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্কুলটির শিক্ষক, শিক্ষাদানপদ্ধতি, ছাত্রী প্রভৃতি সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য বিবরণের মধ্যে পাই। স্কুলগুলি সব উঠিয়া গিয়া যে একটি কেন্দ্রীয় স্কুলে পর্যবসিত হয় তাহার কথা লঙ্ সাহেবও বলিয়াছেন। শিক্ষকগণ ছাত্রীদের পড়াইতেন। এক খৃস্টান দম্পতির উপর ইহার শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। এক জন বর্ষীয়সী খৃস্টান মহিলা এবং উপরের শ্রেণীর তিন জন ছাত্রী তাঁহাদের শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করিতেন। এই অ্যাসোসিয়েশন দশ বৎসর চলিয়া ১৮৩৪ সনে উঠিয়া যায়।

শ্রীরামপুর মিশন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের স্ত্রীশিক্ষা-প্রচেষ্টার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম কেরী, জোসুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড— তিন জনে মিলিয়া ১৮০০ সনে শ্রীরামপুরে এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। জোসুয়া মার্শম্যান এদেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করেন। তিনি মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব লিখিয়া ১৮১৪ সনেই বিলাতে প্রেরণ করেন। পরবর্তী দুই বৎসরের অধিকতর অভিজ্ঞতার ফলে তিনি তাঁহার প্রস্তাব

সংশোধন ও পরিবর্ধনপূর্বক *Hints to Native Schools, etc.* নামে ১৮১৬ সনে একখানি পুস্তক লেখেন। ইহাতে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেই যে বঙ্গসন্তানদের শিক্ষাদান আবশ্যক এ কথা তিনি অতি জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন। শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করিয়া তখন চারিদিকে বিস্তর বালক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অয়োজন হয় ইহার কয়েক বৎসর পরে।

ওয়ার্ড ইতিমধ্যে একবার বিলাত যান এবং ১৮২১ সনের নবেম্বর মাসে শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সঙ্গে একই জাহাজে কুমারী মেরি অ্যান কুক আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় আমরা ইতিপূর্বেই জানিতে পারিয়াছি। শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণের এই বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় খৃস্টানদের মধ্যে খৃস্টতত্ত্ব বদ্ধমূল করার পক্ষে মাতাকে সুশিক্ষিত করা অগ্রে আবশ্যক। এইজন্য তাঁহারা পূর্বে দেশীয় খৃস্টান বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ওয়ার্ড ফিরিয়া আসিলে ইহাকে আরও ব্যাপকতর করার জন্য যত্নপর হইলেন। ওয়ার্ড স্বয়ং স্ত্রীশিক্ষা বিভাগটি হাতে লইয়া শ্রীরামপুরের চতুর্দিকে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অল্পদিন পরেই ১৮২৩ সনের ৭ মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তথাপি এ বিভাগের কাজ কিন্তু দ্রুত চলিতে লাগিল।

শ্রীরামপুরের হিন্দুপ্রধানেরাও স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দেখাইতে থাকেন। বালকবিদ্যালয়গুলির মত বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা মিশনরীদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর বালিকাবিদ্যালয়-গুলির ছাত্রীদের একটি পরীক্ষা হয় ১৮২৪ সনের ৫ এপ্রিল। পরবর্তী ১০ এপ্রিলের 'সমাচার দর্পণ' বালিকাদের উক্ত পরীক্ষার এই বিবরণ দিয়াছেন—

'পরীক্ষা।—৫ এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরাম-পুরের কাছারি-বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের

ও তৎচতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকাদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্বসুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ পাঠ করিয়া ও পঁয়ত্রিশ জন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা কথা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্শমন উঠিয়া বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন, অপর সকলে সন্দেশ পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। দুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। অপর বালিকারা যেসকল শিল্পকর্ম অর্থাৎ মোজা ও রূমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।'

বিদ্যালয়সংখ্যা ১৮২৫ সনে আরও বাড়িয়া গিয়াছিল মনে হয়। কারণ কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের জীবনীকার জন ক্লার্ক মার্শম্যান (ইনি জোসুয়া মার্শম্যানের পুত্র) লেখেন যে, শ্রীরামপুর কলেজহলে তিন শতাধিক ছাত্রী পরীক্ষা দিতে আসে এবং তাহাদের পাঠে উন্নতি দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দিত হন।[২৭] শ্রীরামপুর মিশনের স্কুল ও ছাত্রী-সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছিল। তবে ইহার পরবর্তী ১৮২৬ ও ১৮২৭ সনের কোনো বিবরণ না পাওয়ায় উন্নতির ক্রম ধরা সম্ভব নয়।

১৮২৮ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা *Missionary Intelligence* মাসিকে শ্রীরামপুর মিশনকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়গুলির একটি বিস্তৃত বিবরণ বাহির হয়। মিশন তখন এলাহাবাদ হইতে আরাকান পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিবরণে উক্ত বিদ্যালয়-

গুলির চতুর্থ বাৎসরিক পরীক্ষার কথাও সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, পূর্ব পূর্ব সোসাইটির স্কুলগুলির মত এই সময় এখানকার বিদ্যালয়গুলিতেও ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে বাইবেল ও খৃস্টতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক পড়ানো হইত। বীরভূম ঢাকা চট্টগ্রাম যশোহর আরাকান কাশী ও এলাহাবাদের বিদ্যালয়গুলির বিষয়ও আমরা ইহাতে কিছু কিছু জানিতে পারি। শ্রীরামপুরের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির নামেও কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলের মত ইহাদের নামও চাঁদাদাতাদের বাসস্থানের নামানুসারে রাখা হয়। ১৮২৮ সনের জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে বালিকাবিদ্যালয়, ছাত্রী প্রভৃতির সংখ্যাও নিম্নরূপ পাইতেছি :

শ্রীরামপুরের বালিকাবিদ্যালয়

স্কুলের নাম	ছাত্রীসংখ্যা	গড়পড়তা উপস্থিতি
লিভারপুল স্কুল	১৮	১৭
চ্যাথাম ইউনিয়ন (বল্লভপুর)	৩১	২৩
উইলিয়ম্স স্কুল (ধুলিয়াপাড়া)	১৪	১২
রস স্কুল (মালপাড়া)	১৪	১২
কার্ডিক স্কুল (বর্গীবাগান)	২০	১৬
পূর্বতলা স্কুল	১৪	১০
চেল্টেনহাম স্কুল (১নং মহেশ)	২০	১৪
গ্লাস্‌গো স্কুল (২নং মহেশ)	২২	১৮
ডানকানি লাইন স্কুল (১নং ইসেরা)	১৬	১৪
স্টার্লিং স্কুল (২নং ইসেরা)	২০	১৬
এডিন্‌বরা স্কুল (নবগ্রাম)	২৬	২২
এক্সিটার স্কুল (চাতরা)	২২	১৯
খৃস্টান বালিকা	১৩	১৩
	২৫০	২০৬

বীরভূমের বালিকাবিদ্যালয়

স্কুলের নাম	ছাত্রীসংখ্যা
ক্রিশ্চিয়ান প্রিসেপ্টরি	১০
সিউরি স্কুল	১০
তিলপাড়া স্কুল	৬
তেহারা স্কুল	৭
আনন্দপুর স্কুল	৬
হুসেনাবাদ স্কুল	৫
	৪৪

ঢাকার বালিকাবিদ্যালয়

নরান্দিয়া	২০
রামগঞ্জ	২০
দয়াগঞ্জ	২০
জিঞ্জিরা	২৪
বানিয়ানগর স্কুল	১৬
	১০০

চট্টগ্রামের বালিকাবিদ্যালয়

মাদারবাড়ি স্কুল	৩৫
ভুলুয়া দীঘি স্কুল	৩০
মুরাদপুর স্কুল	১২
	৭৭

এতদ্ব্যতীত যশোহর আকিয়াব কাশী ও এলাহাবাদে একটি করিয়া বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[২৮] ইহার পরে আর কোনো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন যে, ১৮৩১ সনে মিশনের অধীনে যেসব বালিকাবিদ্যালয় ছিল তাহাদের মধ্যে

শ্রীরামপুরের বিদ্যালয়টিই খুব উন্নতি করে। ছাত্রীসংখ্যাও ছিল চুরাশি জন। ঢাকায় এই সময় সাতটি স্কুল ছিল, ছাত্রীসংখ্যা দুই শত নয় জন; এবং চট্টগ্রামে ছিল পাঁচটি স্কুল, ছাত্রীসংখ্যা এক শত উনত্রিশ জন। অন্যান্য কেন্দ্রে একটি করিয়াই স্কুল ছিল। সর্বসাকুল্যে ছাত্রীসংখ্যা ছিল চারি শত চুরাশি জন। উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁহার এডুকেশন রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে ১৮৩৫ সনে লিখিয়াছিলেন যে, মিশনের তখন দুইটি মাত্র বিদ্যালয় ছিল, একটিতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল এক শত আটত্রিশ জন এবং আর-একটিতে ছিল চৌদ্দ জন।[২৯]

মিশনের কার্য ক্রমে নানা কারণে সংকুচিত হইয়া যায়। শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টাও বন্ধ করিয়া দিতে মিশন বাধ্য হইলেন।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রচেষ্টার ফলাফল

স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারকল্পে অন্যবিধ প্রচেষ্টার কথা বলিবার পূর্বে এই-সকল মহিলাসংঘ ও মিশনরীদের কার্যকলাপ কতটা ফলপ্রদ হইতে পারিয়াছিল তাহা একবার দেখা যাক। খৃস্টান পাদ্রীদের আনুকূল্যে ইউরোপীয় মহিলারা কলিকাতায় ও মফস্বলে বালিকাবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন এবং স্থানীয় হিন্দুগণ তাঁহাদের এই কার্যে নানা ভাবে সাহায্য করেন। ছাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ চণ্ডাল মুসলমান থাকায় বুঝা যায়, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা এইরূপ প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত না হইলেও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা কন্যাদের এখানে পড়াইতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার প্রভৃতির সাহায্যও আমাদের স্মরণীয়। কিন্তু ক্রমে এইসকল সংঘের স্ত্রীশিক্ষাপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য সাধারণের নিকট প্রকট হইয়া পড়ে। পাঠ্যতালিকায় বাইবেল ও খৃস্টধর্ম সংক্রান্ত

পুস্তকাদি স্থান পাইল। এসকল পাঠ আবশ্যিক হইল, পরীক্ষাকালে ইহারও পরীক্ষা দিতে হইত। এ কারণ হিন্দুপ্রধানগণ উক্ত প্রচেষ্টা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র হিন্দুরাও তাঁহাদের কন্যাদের আর এখানে পাঠাইতেন না।

১৮৪০ সন নাগাদ লেডিজ সোসাইটির সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল খৃস্টান ছাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। প্রিশিলা চ্যাপমান নাম্নী এক মহিলার *Hindu Female Education* শীর্ষক পুস্তক ১৮৩৯ সনে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন, সেণ্ট্রাল স্কুল এবং অনাথাশ্রম দুইই পবিত্র খৃস্টানি মতে পরিচালিত হইতেছিল। ডক্টর টমাস স্মিথ নামক আর-একজন পাদ্রী পরিষ্কারই বলিয়াছেন, আমরা এ কথা কোনোমতেই গোপন রাখিতে পারি না যে, আমাদের হৃদ্‌গত বাসনা ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে খৃস্টধর্মাক্রান্ত হয়, আর স্ত্রীশিক্ষাকে আমরা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উপায় করিয়া লইয়াছি।[৩০] যেখানে মূল উদ্দেশ্য এইপ্রকার সেখানে ইহা কিরূপে সফল হইতে পারে? তাই দেখিতেছি, চুঁচুড়া হইতে এক ভদ্রলোক সমাচার দর্পণে (১৮৩৮, ৩ মার্চ) লিখিতেছেন—

'কএকজন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রীলোকেরদের বিদ্যাশিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।'

মহিলাসংঘ দ্বারা যে উদ্দেশ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা চরিতার্থ হইতেছে না দেখিয়া তৃতীয় দশকেই পাদ্রীগণ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন হইতে অন্য কি উপায়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মিশনরীগণের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া আনা যায় তাহার

বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা গৃহে গৃহে শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের পাঠাইয়া লিখনপঠন শিখাইবার এবং তদ্‌ব্যপদেশে খৃস্ট-মাহাত্ম্য প্রচার করার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হন। এই পদ্ধতিতে যে কতখানি সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে, সেই প্রসঙ্গে ১৮৪১ সনে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক ইংরেজি পুস্তকে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরলোকগতা কন্যার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন।[৩১] কৃষ্ণমোহন নব্যবঙ্গের প্রগতিশীল নেতা। এই ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা 'Birds of Passage' বা 'যাযাবর পক্ষী' হইলেও দীর্ঘকাল যেখানকার নিমক খাইতেছেন সেখানকার মঙ্গলের জন্য অর্জিত বিপুল অর্থের একটি সামান্য অংশও ব্যয় করা উচিত।[৩২] যাহা হউক, সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, মিশনরীদের উক্ত প্রচেষ্টা আদৌ আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। তথাপি প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে তাঁহাদের কার্য প্রশংসনীয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ায় ইহারও কথঞ্চিৎ উন্নতি হয়।

স্ত্রীশিক্ষা ও নব্যবঙ্গ

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে প্রাচীনপন্থী রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু-প্রধানদের কথা আমরা জানিয়াছি। হিন্দু কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর তদীয় 'রিফর্মার' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকে মিশনরীদের স্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া কিরূপে ইহার সংস্কারসাধন করা যায় তাহারও নির্দেশ দেন। ঐ সময়কার 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি বাংলা সংবাদপত্রেও স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা বাহির হয়। উক্ত পত্রিকায় এমন কথাও পাই যে, যখন পুরুষেরা বিপত্নীক হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করে, তখন স্বামীর মৃত্যু

হইলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইবে না কেন। সমাজে নারীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির বিষয়ও এইসব সংবাদপত্রে আলোচিত হইতে দেখি।

হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় যুগের ছাত্রেরা নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত হন। ডিরোজিওর শিক্ষায় তাঁহারা সকল বিষয়েই স্বাধীন প্রগতিশীল মত পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ১৮২৮ সনে 'পার্থেনন' নামক একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তখনকার পক্ষে বিপ্লবী মতবাদ লিপিবদ্ধ হওয়ায় কলেজ-কর্তৃপক্ষ প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই এই পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দেন। এই সংখ্যায়ই কলেজের ছাত্রগণ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ছাত্রগণ পরবর্তী যুগে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে কিরূপ অগ্রণী হইয়াছিলেন একটু পরেই তাহা আমরা জানিতে পারিব।

ধনী-প্রধান মতিলাল শীলও স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি ১৮৩৭ সনেই হলধর মল্লিকের সহযোগে এমন একটি সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন যাহার উদ্দেশ্য হইবে হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন এবং নারীদের মধ্যে উদার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন।[৩৩] প্রথম বিধবাবিবাহকারীকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন, মতিলাল পরে এরূপ কথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোনো প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল। ১৮৪০ সনে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর বার্ষিক পরীক্ষাকালে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে ছাত্রদের দ্বারা এই দুইটি ইংরেজি রচনা পঠিত হয় : ১. বিবাহ, এবং ২. স্ত্রীশিক্ষা। এই দুইটিই পরে 'অ্যাডভোকেট' নামক সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩৪]

রামগোপাল ঘোষ নব্যবঙ্গের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি

বরাবর স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৪২ সনে তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্রদের 'স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ের উপর উৎকৃষ্টতম প্রথম দুইটি ইংরেজি রচনার জন্য একটি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার ঘোষণা করেন। মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। ইহাতে মধুসূদন দত্ত প্রথম পদক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় পদক লাভ করিয়াছিলেন।[৩৫]

নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে সবিশেষ তৎপর হইলেন। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (প্রতিষ্ঠাকাল ২০ এপ্রিল, ১৮৪৩) মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইলেও সমাজ-সংস্কারেও কম মনোযোগী ছিলেন না। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণ উক্ত সোসাইটির কর্ণধার ছিলেন। ১৮৪৫ সনের ৫ মে তারিখে উহার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিমহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ বিষয়ে, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে, সদস্যদের চেষ্টা-যত্নের উল্লেখ করেন। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে তাঁহারা সচেষ্ট হন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে তাঁহারা হাত দিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সভ্যগণের তৎপরতা দেখিয়া সভাপতি বলেন, এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা শীঘ্রই রচিত হইবার সম্ভাবনা।[৩৬]

কিন্তু তাঁহাদের এই পরিকল্পনা আদৌ রচিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না। তবে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় এই ১৮৪৫ সনেই শিক্ষা-সমাজের (Council of Education) নিকট একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। তাঁহারা পরে ১৮৪৯ সনের আগস্ট মাসে শিক্ষা সমাজের নিকট এই মর্মে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন যে, নিজেরা

প্রস্তাবিত বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের নিমিত্ত অর্ধেক ব্যয় বহন করিবেন এবং প্রতি মাসের খরচারও অর্ধেক দিতে তাঁহারা সম্মত, বাকী অর্ধাংশ শিক্ষা-সমাজকে দিতে হইবে। শিক্ষা-সমাজ অর্থাভাবের অজুহাতে প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া দেন। উপরন্তু বলেন যে, যথন কলিকাতায় পরীক্ষামূলক ভাবে একটি বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য শুরু হইয়াছে তথন ইহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় তাহাই অগ্রে দেখিতে হইবে।[৩৭] এই বিদ্যালয়টির কথাই বিশেষভাবে পরে বলিতেছি, কারণ ইহা হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বালিকাদের ধর্মনিরপেক্ষ উদার শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

এ বিষয় বলিবার পূর্বে নব্যবঙ্গের আরও কয়েকটি প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা দরকার। ভারতহিতৈষী ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর (১৮৪২, ১লা জুন) পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতি বৎসর মৃত্যুদিনে একটি জনসভা হইত। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারোদ্দেশ্যে এবং সমাজে ইহার অনুকূলে মত গঠন করিবার জন্য ১৮৪৪ সনে 'হেয়ার প্রাইজ-ফণ্ড' নামে একটি ভাণ্ডারও খোলা হয়। স্মৃতিসভায় স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধেও আলোচনা হইত। হেয়ার প্রাইজ-ফণ্ড হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখকদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৯ সনে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর শর্মা 'ভারতবর্ষীয় নারীগণের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া এই ফণ্ড হইতে পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৬৪ সনে পুরস্কার দান প্রথার পরিবর্তে এই ভাণ্ডার হইতে বাংলা ভাষায় স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়। ফণ্ডের পরিচালকদের মধ্যে নব্যবঙ্গের এইসব কর্ণধারের নাম উল্লেখযোগ্য, যেমন, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৩৮] ১৮৫৪ সনের আগস্ট মাস হইতে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার একযোগে 'মাসিক পত্র' নামক একথানি এক আনা মূল্যের সহজ স্ত্রীপাঠ্য মাসিক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়

উপরে কলিকাতাস্থ পরীক্ষামূলক যে বালিকাবিদ্যালয়ের উল্লেখ শিক্ষা-সমাজ করিয়াছিলেন, সেটি আর কিছুই নয়, এই 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়। কলিকাতার অদূরে বারাসতে ইহার পূর্বেই একটি অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক স্থাপিত এই বালিকা-বিদ্যালয়টিই সর্বপ্রথম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হইতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ধর্মপ্রচারের পরিবর্তে নিছক বিদ্যাশিক্ষা দানোদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, একারণ ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাদের এখানে প্রেরণে আপত্তির কারণ তিরোহিত হইল। বস্তুত এই শ্রেণীর কন্যারা প্রথমে এই প্রকাশ্য বিদ্যালয়েই বিদ্যাভ্যাস করিতে শুরু করেন। এ সময়ে বোম্বাইয়ে দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায়, এবং মাদ্রাজেও, বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে কথা এখানে আলোচ্য নহে।

বেথুন সাহেব কেম্‌ব্রিজের একজন প্রখ্যাত ছাত্র ছিলেন। ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে তিনি আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। বিলাতের হোম আপিসের উকীলরূপে তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতের বড়লাটের শাসন-পরিষদে ব্যবহার-সচিবের কার্যে নিযুক্ত হইলে তিনি উহা ত্যাগ করেন। বেথুন ছিলেন চিরকুমার। তাঁহার অবসর সময় পড়াশুনায় অতিবাহিত হইত। তিনি কবি বলিয়াও সে যুগে পরিচিত হন। বিলাতে অবস্থানকালেই ভারতবর্ষের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা

কিরূপ দ্রুত প্রসারিত হইয়া বঙ্গসমাজকে সেই ভাবে ভাবুক করিয়া তুলিতেছিল, সরকারী শিক্ষা-বিবরণী এবং অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা পাঠে তিনি তাহা অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের অর্ধেক লোকের মনে তখনও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন—নারীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া না তুলিলে এদেশবাসীর মঙ্গল নাই।

বেথুন ১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্বীয় পদাধিকার বলে তিনি Council of Education বা শিক্ষা-সমাজের সভাপতি হইলেন। নব্যবঙ্গের মুখপাত্র রামগোপাল ঘোষও এই বৎসরে শিক্ষা-সমাজের সদস্য-পদে নিযুক্ত হন। বেথুন কলিকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় রামগোপালের নিকট ব্যক্ত করেন। ইহার পর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসব আয়োজন শুরু হয় তৎসম্পর্কে প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক এবং নব্যদলের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত গৌরীশংকর ভট্টাচার্য নিজ 'সম্বাদ ভাস্কর' ১৮৪৯, ১০ই মে সংখ্যায় লেখেন :

'বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ [২৩ এপ্রিল] সোমবারে তথায় সাধারণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক স্বীকৃত হইলেন তাঁহারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন এবং তৎপর সোমবারে [৩০ এপ্রিল] ঐসকল আত্মীয়গণকে লইয়া যাইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার করাইলেন, তৎসময়ে শ্রীযুত বেথুন সাহেব ঐসকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালে পরামর্শ ধার্য করিয়া গত সোমবার [৭ মে] বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন· ·।'

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেথুন সাহেবের এই কার্যে বিশেষ সহায় হইলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' ১২ মে ১৮৪৯ তারিখে লেখেন :

'দক্ষিণ বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ বেথুন সাহেব বাবু রামগোপাল ঘোষের সহিত একত্র হইয়া আসিয়া তাঁহার শিমলার বৈঠকখানা দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই নির্ম্মলহৃদয় দক্ষিণ বাবুর মনে উদয় হইল তাঁহার সৎস্বভাব প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর আসিবেক না, অতএব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বেথুন সাহেবের নিকট গমন করিলেন, এবং বেথুন সাহেব যে এতদ্দেশীয় হিন্দু বালিকাগণকে বিদ্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছেন তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাঁহার বাগানের বৈঠকখানা অমনি দিলেন, বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষালয় যতকালে প্রস্তুত না হয় ততকাল বালিকারা ঐ বৈঠকখানায় বিদ্যাভ্যাস করিবে তিনি লইবেন না, এবং ৯০০০ সহস্র টাকায় মৃজাপুরে যে ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছেন বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ তাহা দান করিলেন, এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ কালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, . . সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্র মধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষপূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন। . .'

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইল। 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও বেথুন সাহেবের বিদ্যালয় স্থাপন প্রচেষ্টার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সংবাদ প্রভাকর ৭ মে, ১৮৪৯ তারিখে বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভের পূর্বেই লিখিলেন :

'স্ত্রীবিদ্যা।· ·ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথিউনি সাহেব বাঙ্গালি জাতির বালিকাবর্গের বঙ্গভাষায় অনুশীলন নিমিত্ত বিপুল বিত্ত ব্যয় ব্যসনপূর্ব্বক 'বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়' নামক এক অভিনব স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্ম্মারম্ভ হইবেক। আপাততঃ সিমুলার অন্তঃপাতি সুকিএস ষ্ট্রীট মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানাবাটিতে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করা যাইবেক· ·।

'উক্ত 'বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে' আপাততঃ অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশের প্রায় বিংশতি বালিকা অধ্যয়নার্থ নিযুক্তা হইয়াছে, একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদিগকে বঙ্গভাষার উপদেশ এবং একজন সুনিপুণ বিবি সূচের কর্ম্মাদি শিল্পবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিবেন, প্রাতে সাত ঘণ্টা অবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠশালার কর্ম্ম চলিবেক, বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিশূন্য, তাঁহারদিগের কন্যাগণের গমনাগমনার্থ ইহার পর গাড়ী নিয়োজিত হইবেক এমত কল্পনা আছে· ·।'

বেথুন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়ের সঙ্গে 'ভিক্টোরিয়া' নামটি যুক্ত হইয়াছিল—'সংবাদ প্রভাকরে'র উদ্ধৃতি হইতে এইরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। বেথুন ১৮৪৯, ৭ মে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তৃতায় ইহাকে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয় নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যালয়টির প্রথম দিককার নাম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৭ পৃ. ৪৫৯-৬১ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় বেথুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার মনোযোগের হেতু, পুরাকালে হিন্দু নারীদের পরা ও

অপরা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি এবং আধুনিক শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে নব্যশিক্ষিতদের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেন। তিনি বিদ্যালয় পরিচালনের ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন সে সম্পর্কে বলেন যে, ভারত সরকার তথা কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অসম্ভব রকম বিলম্ব ঘটিত এবং শেষ পর্যন্ত নিজ ইচ্ছানুরূপ পরিচালনা-কার্য সম্ভব হইত কি না তাহাও সন্দেহস্থল। তিনি প্রাচীনপন্থী অথচ স্ত্রীবিদ্যানুরাগী রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজপতিদেরও আহ্বান করেন নাই বা পূর্বে তাঁহাদের মতামত লন নাই। তিনি বলেন, ইহা করিতে গেলেও হয়ত নানারূপ বিঘ্নের সৃষ্টি হইত। ইউরোপীয় বন্ধুদেরও তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই, কারণ তাহাতে বিশেষ সমারোহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। বিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়াদি সম্বন্ধে অতঃপর বেথুন যাহা বলেন তাহার মর্ম 'সম্বাদ ভাস্কর' (১০ মে, ১৮৪৯) হইতে এখানে দেওয়া গেল :

'প্রস্তাব সমাপন পূর্ব্বে এখানে কি প্রকার বিদ্যাশিক্ষা হইবে আমার তাহাও প্রকাশ করা উচিত, গবর্নমেণ্ট সংক্রান্ত স্কুল সকলে যেমত কোন ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না এখানেও সেই প্রথা প্রচলিত হইবেক, আমি জানি অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে উপহাস করিবেন, বিশেষ তাঁহারা এখানে কিরূপ শিক্ষা হইবেক তাহা অনুমান করিয়া কৌতুক করিতে পারেন, এবং তাহা আমারও উপহাস্যজনক হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয় যাহা আমি সর্ব্বদা বলিয়া থাকি তাহা যদি তোমরা কেহ শ্রবণ করিয়া থাক তবেই বুঝিবে দেশীয় ভাষানুশীলনে বালকগণের অধিক যত্নকরণ আমার নিতান্ত মানস তবে ইংরাজী বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা বিধায় তাহার চর্চ্চা কর্তব্য বলি এবং ইহাও প্রত্যাশা করি অবিলম্ব কালে বিদ্যার্থিবর্গ আমার-

দিগের ভাষাতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা স্বভাষায় অনুবাদ করেন, অতএব অঙ্গনাগণ যাহারা কেবল আপন পরিবারে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে তাহারদিগের প্রতি তদন্যথায় আমি উক্ত বিদ্রূপকারী-গণের অপেক্ষাও অধিক বৈরক্ত্য প্রকাশ করিব, বঙ্গভাষানুশীলনই এখানকার মূল শিক্ষা হইবেক তবে গরিষ্ঠ গুণ বিবেচনায় বিশেষত পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে ইহার পর ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারিবেক এতদ্ভিন্ন অন্য সহস্র প্রকার শিল্পবিদ্যাদি যাহা আমা অপেক্ষা আমার বন্ধু বিবি রিড্‌সডেল ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই তত্তাবতের উপদেশ দিবেন এই বিদ্যাশিক্ষায় তোমারদিগের বালিকাগণ আপনারদিগের গৃহ শোভা এবং উত্তমরূপে কাল সম্বরণ করিতে পারিবেন, প্রাচীন বাণী আছে 'আলস্য সকল পাপের জননী' কিন্তু প্রকৃত আলস্য পৃথিবী মধ্যে অত্যল্প আছে তবে প্রয়োজনীয় ও সৎকার্য্যে সতত প্রবর্ত্ত না থাকিলে অসৎ কর্ম্মে রত হইতে হয়।'

এখানে বেথুন সাহেব বালিকাদের বাংলা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বরাবর এদেশীয়দের মাতৃভাষা চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। শিক্ষা-সমাজের সভাপতিরূপে তিনি হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ পরিদর্শনে গিয়া ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহারই উপদেশে কবিবর মধুসূদন দত্ত ইংরেজী কাব্যের পরিবর্তে বাংলা কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হন। সুতরাং বেথুন বালিকাদের বাংলা শিক্ষার যে বিশেষ পক্ষপাতী হইবেন তাহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি।

বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। পুস্তকাদিও তাহাদিগকে বিনামূল্যে দেওয়া হইত। বেথুন স্বয়ং বিদ্যালয় পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন।

ইহাতে প্রতি মাসে তাঁহার আট শত টাকা করিয়া ব্যয় হইত। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়ে যাইতেন এবং মেয়েদের পড়াশুনা পরীক্ষা করিতেন। বেথুনকে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। আর-একজনও তাঁহাকে অনুরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন— তিনি হইলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালংকার। বিদ্যালয় খোলার দিনে যে একুশটি বালিকা উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী দুই জন ছাত্রী মদনমোহন তর্কালংকারের কন্যা। মদনমোহন বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি কিছুকাল যাবৎ রীতিমত বিদ্যালয়ে গিয়া মেয়েদের পড়াইতেন। তাঁহাদের পাঠোপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিতে আরম্ভ করেন।[৩৯] প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যেমন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, মদনমোহনও সমসময়ের পত্রিকার মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন।[৪০]

বিদ্যালয়ের কার্য শুরু হইল বটে, কিন্তু সমাজের এক দল গোঁড়া লোক ইহার বিরুদ্ধে এমন প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়া দিল যে, শীঘ্রই ছাত্রীসংখ্যা একুশ হইতে কমিয়া মাত্র সাত জনে দাঁড়াইল। কিন্তু এই বিরুদ্ধাচরণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রথম বৎসরের শেষে দেখা গেল ছাত্রীসংখ্যা পুনরায় বাড়িয়া চৌত্রিশ জনে দাঁড়াইয়াছে। বেথুনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পনর দিনের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী রাজা রাধাকান্ত দেব নিজ ভবনে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বারাসতের বালিকাবিদ্যালয়টি কলিকাতার বিদ্যালয়টির আদর্শে পুনর্গঠিত

হইল। উত্তরপাড়া, নিবধুই, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কিন্তু সরকার কোনো বিদ্যালয়েই কপর্দকমাত্রও অর্থ সাহায্য করিতেন না। প্রত্যেক স্থলেই বালিকাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণের বিরোধী এক দল লোক ছিল। সরকারের ঔদাসীন্য দেখিয়া তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, শাসন-কর্তৃপক্ষও এরূপ বিদ্যালয়ের বিরোধী। বারাসতের বালিকাবিদ্যালয়ের পরিচালকগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নও হইতে থাকে। এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন ও বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া বেথুনের অনুরোধে ভারত-সরকার বাংলা-সরকারকে দিয়া এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচার করাইলেন যে, গবর্নমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী আদৌ নহেন, তাঁহারা ইহার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যেখানেই এরূপ প্রচেষ্টা হইতেছে সেখানেই ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ স্থানীয় শাসকবর্গ আর্থিক ঝুঁকি না লইয়া ইহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন এবং শিক্ষা-সমাজ এ সকলের পর্যবেক্ষণের ভার লইবেন। চক্রান্তকারীদের বিরোধিতা ইহার পর অনেকটা কমিয়া গেল।

বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্থায়ী বাসগৃহের জন্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত মির্জাপুরের ভূমিখণ্ডের কথা বলিয়াছি। বেথুন স্বয়ং দশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার সংলগ্ন আর-এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু মির্জাপুর তখন নগরীর প্রান্তভাগে অবস্থিত ছিল। ভদ্রঘরের মেয়েদের সেখানে গিয়া পড়াশুনা করায় বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। তখন হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্বে বাংলা-সরকারের জমি ছিল। বেথুনের নির্বন্ধাতিশয়ে মির্জাপুরের জমির পরিবর্তে এই ভূমিখণ্ড দিতে তাঁহারা সম্মত হইলেন। এই ভূমিখণ্ড পূর্বোক্ত জমির চেয়ে আয়তনে বড় এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।



সৌদামিনী দেবী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত পেনসিল স্কেচ
তাঁহার Twentyfive Collotypes গ্রন্থ হইতে



কুন্দমালা

বেথুন বিদ্যালয় শতবার্ষিকী সমিতির সৌজন্যে

প্রারম্ভিক উদ্যোগ-আয়োজনের পর ১৮৫০ সনের ৬ই নবেম্বর এই ভূমির উপর বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপনোৎসব সম্পন্ন হইল। এই দিনে প্রকাশ্য ভাবে সাধারণের সমক্ষে ভূমি-হস্তান্তর কার্যও সমাধা হয়। বঙ্গের ডেপুটি গবর্নর সার জন হাণ্টার লিট্‌লার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনোৎসবে পৌরোহিত্য করেন। ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে যে তাম্র-ফলক প্রোথিত করা হয় এবং যে রৌপ্য কর্ণিকের সাহায্যে ভিত্তি-প্রস্তর গাঁথা হয় তাহার উপরে অন্যান্য কথার মধ্যে বিদ্যালয়টির নাম 'Hindu Female School' রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেথুন-প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' আখ্যাও লাভ করিয়াছিল।

সে যুগে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসব 'মেসন' (Mason) সম্প্রদায়ের সহায়তায় পাশ্চাত্য মতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত। হিন্দু (বা সংস্কৃত) কলেজ, হিন্দু কলেজ পাঠশালা, মিশনরীদের সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল, মেট্‌কাফ হল, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা অনুরূপ সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদির বাটীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন একটা মহা সমারোহের ব্যাপার ছিল। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। বঙ্গের ডেপুটি গবর্নর লিট্‌লার গ্র্যাণ্ড মেসনের সাহায্যে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন। গ্র্যাণ্ড মেসন, সার জন লিট্‌লার এবং বেথুন সাহেব স্বয়ং পর পর বক্তৃতা করেন।

এদিনকার উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ — উক্ত ভূমিখণ্ড আদান-প্রদান। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এটর্নি ভূমি-হস্তান্তর সম্পর্কিত একখানি দলিল বেথুন এবং দক্ষিণারঞ্জনের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভূমি-হস্তান্তর কার্যের প্রতীক স্বরূপ একটি অশোক বৃক্ষও দলিলের সঙ্গে

প্রদত্ত হইল। বেথুনের অনুরোধে ডেপুটিগবর্নর-পত্নী লেডী লিট্‌লার এই ভূমিখণ্ডের প্রান্তভাগে অশোক বৃক্ষটি রোপণ করেন। বেথুন সাহেব যে বক্তৃতা[৪১] দেন তাহার একটি প্রধান অংশই ছিল এই ভূমি-হস্তান্তর সম্পর্কে। তিনি এ প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভূয়সা প্রশংসা করিয়া বলেন :

'For myself and for my friend Duckinarunjun Mookerjea, I make answer before these witnesses, that we accept the gift and assurance of this land according to the form and tenure of this same deed : and further for myself I promise and undertake in the presence of this company, that, if life and ability be granted to me, I will build upon this spot a school for the education of Hindu girls, which with the blessings of God, I trust may be destined hereafter to produce effects worthily entitling it to have a name in the annals of the land.

'It is probable, Sir, that there are many persons present who do not know that the ceremony through which we have just gone, for giving us the ownership of this land, is the most ancient and honorable form of conveyance of land known to the English law. It has been selected on this occasion, not merely for that reason, not merely because of the remarkable analogy which it bears to the simple forms that have been immemorially used in Eastern countries, but also, and especially, because it has given me an opportunity of publicly associating with myself, and now enables me openly to proclaim my gratitude to, the enlightened man who stands near me to whom jointly with myself, the land has been conveyed. Duckinarunjun Mookerjea was an utter stranger to me : I had never before heard his name, when he introduced himself to me a year and a half ago, for the purpose of letting me know that he had heard of my intention of founding a female school for the benefit of his country : that he could not bear the thought that it should be said hereafter of his countrymen that they had all stood idly looking on, without offering any help in furtherance of the good work : and in short without further preface, that he was the proprietor of a piece of ground in Calcutta, valued, as I have since learned, at about twelve thousand rupees, which he placed freely and unconditionally at my disposal for the use of the school. It was a noble gift, and nobly given. I subsequently was

enabled to possess myself of some adjoining slips of land, until at last we became proprietors of the whole of that which by the munificent liberality of the Government of Bengal, exercised, as I was in substance told, in the letter announcing their decision, expressly to testify their approval of my design, we were permitted to exchange for this more valuable and far more eligible site on which we are now met. It is due to Duckinarunjun Mookerjea that his name should be had in perpetual remembrance in connexion with the foundation of the school.'

গৃহনির্মাণের ব্যয়ভার বেথুন স্বয়ং বহন করিবেন, প্রথমে এই মর্মে বলিয়া, দক্ষিণারঞ্জনের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়, তাঁহার ভূমিদান, ইহার পার্শ্বে বেথুন কর্তৃক ভূমিক্রয়, পরে এই উভয় ভূমিখণ্ডের বিনিময়ে বাংলা সরকারের হেদুয়া সংলগ্ন প্রশস্ততর ভূমিখণ্ড দানে সম্মতি প্রভৃতির বিষয় পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি ইহার পর ভূমি-হস্তান্তর কার্যের প্রতীক্স্বরূপ অশোক বৃক্ষ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, এরূপ স্থলে প্রতীক্স্বরূপ তরু দান হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা। এ ক্ষেত্রে অশোক তরু মনোনীত করার কারণ হিন্দু নারীগণ ইহার প্রতি বড়ই অনুরাগী। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহার মূল ভক্ষণ করিলে সন্তানের কল্যাণ হয়। অতঃপর অশোক তরু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতীকরূপে সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হউক, বেথুন এই প্রার্থনা জানাইলেন।

বিদ্যালয় সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বিরোধী দলের নিন্দাবাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এতাদৃশ মহৎ কার্য অনুশীলন করিতে বেথুনকে পত্রদ্বারা অনুরোধ জানাইলেন। এরূপ একটি মহোপকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিন্দাচর্চাকে রাধাকান্ত কলুষিত মনের ঘৃণিত অভিব্যক্তি বলিয়া আখ্যাত করেন।[৪২] শিক্ষা-সমাজের সভাপতি রূপে বেথুন পণ্ডিত ঈশ্বর-

চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিষয়ও অবগত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে বালিকাবিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন।[৪৩] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুজ এবং তদীয় জীবনীকার পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন, বিদ্যাসাগর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিজ নিজ কন্যাদের এই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সম্মত করান। বিদ্যারত্ন আরও বলেন যে, হেদুয়ার পশ্চিম পার্শ্বে নব-নির্মিত নিজ গৃহে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কিছুকাল গোলদীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বাড়ীতে ইহা স্থানান্তরিত হয়।[৪৪] এই বাড়ীতে পূর্বে হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুল বসিত।

'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয় ক্রমে অন্যান্য বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরও সমর্থন লাভ করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে ১৮৫১ সনের জুলাই মাসে এখানে ভর্তি করিয়া দেন। তিনি ১৮৫১, ৮ জুলাই মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন, 'আমি বেথুন সাহেবের বালিকাবিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।'[৪৫] বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এই সময়ে আশী জনে দাঁড়ায়। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বিদ্যালয়ের পরিচালক-সভার সভাপতি পদে বৃত হইলেন। ১৮৫১, আগষ্ট সংখ্যা *The Calcutta Christian Observer* (পৃ. ৩৭৪) এইসকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লেখেন :

'One of the most influential natives of Calcutta, Debendranath Tagore, has added his own daughter to the long list of eighty female children already receiving instruction in this Institution, and the Raja Kali Krishna Bahadur, who occupies the most prominent position in Hindu Society in the metropolis has accepted the office of its president.'

বেথুন বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া দেখিয়া যাইতে পারেন

নাই। তিনি ১৮৫১ সনের ১২ আগস্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি উইল বা চরম ইচ্ছাপত্রে বিদ্যালয়ের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়া যান। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি এবং তদীয় পত্নী লেডী ডালহৌসী বিদ্যালয়টির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। লেডী ডালহৌসী স্বেচ্ছায় মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে যাইতেন। বেথুনের মৃত্যুর পর বড়লাট স্বয়ং ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি মাসে ব্যয় নির্বাহার্থ তাঁহাকে সাত শত টাকার মত খরচ করিতে হইত। ডালহৌসীর সুপারিশে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স ১৮৫৩, ৯ নবেম্বর একখানি পত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন আদায়ের কথাও বলেন।[৪৬] ডালহৌসী শেষোক্ত প্রস্তাব সমীচীন বোধ করেন নাই। তিনি ইহার পর যত দিন ভারতবর্ষে ছিলেন নিজেই ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। ডালহৌসী ১৮৫৬, ৬ মার্চ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর পূর্ববাবস্থানুযায়ী বেথুন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়ের পরিচালনাভার গবর্নমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও গবর্নমেণ্ট

এতদিন কিন্তু গবর্নমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার জন্য সাক্ষাৎভাবে কিছুই করেন নাই। ১৮৫০ সনের বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহারা বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি ও মৌখিক সমর্থন জানাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, মায় বড়লাট লর্ড ডালহৌসির আন্তরিক যোগ লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহাদেরও আগ্রহাতিশয়ে বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স যে ইহার ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইয়াছিলেন একটু পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। কোর্ট শিক্ষাবিষয়ক একটি প্রস্তাব বা ডেস্প্যাচ ১৮৫৪

সনের ১৯ জুলাই ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার মধ্য হইতে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক অনুচ্ছেদটি এখানে প্রদত্ত হইল :

'83. The importance of female education in India can not be over estimated; and we have observed with pleasure the evidence which is now afforded of an increased desire on the part of many of the natives of India to give a good education to their daughters. By this means a far greater proportional impulse is imported to the educational and moral tone of the people than by the education of men. We have already observed that schools for females are included among those to which greater in in-aid may be given; and we cannot refrain from expressing our cordial sympathy with the efforts which are being made in this direction. Our Governor-General in Council has declared, in a communication to the Government of Bengal, that the Government ought to give the native female education in India its frank and cordial support; in this we heartily concur, and we especially approve of the bestowed of marks of honour upon such native gentlemen as Rao Bahadur Maganbhai Karramchand, who devoted 20,000 rupees to the foundation of two native female schools in Ahmedabad, as by such means our desire for the extension of female education becomes generally known.'

অর্থাৎ, বিলাতের কর্তৃপক্ষ স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া এই মর্মে লেখেন যে, ভারতবাসীরা নিজ কন্যাদের শিক্ষাদানে ক্রমশ উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত। পুরুষের শিক্ষাদান অপেক্ষা নারীকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলেই সমাজের নৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হইতে পারে। সরকারী সাহায্য যেসব স্থলে দেওয়া যাইতে পারে তাহাদের তালিকায় বালিকাবিদ্যালয়সমূহও ভুক্ত করা হইয়াছে। এবিষয়ে যেসকল আয়োজন হইতেছে তাহার প্রতি তাঁহারা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁহারা ভারত-গবর্নমেণ্টের পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সঙ্গেও তাঁহাদের পূর্ণ ঐকমত্যের বিষয় লিখিলেন। রাও বাহাদুর মগনভাই করমচাঁদ আহ্মেদাবাদে দুইটি বালিকাবিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ হাজার টাকা দান করেন। কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রস্তাবে এই বিষয় সম্পর্কে বলেন যে, ইঁহাকে সম্মান চিহ্নস্বরূপ যাহা কিছু দেওয়া হইবে তাহাতেই আমাদের অনুমোদন আছে। কর্তৃপক্ষের স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে ঐকান্তিক বাসনার কথা জনসাধারণের মধ্যে এইসকল উপায়ে প্রচারিত হইবে।

এই ডেস্‌প্যাচ অনুযায়ী কাজ হইতে আরও তিন বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৫৭ সনের প্রথম দিকে বাংলার ছোটলাট সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে ইহার নিরিখে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। তাঁহারই অনুরোধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈতনিক আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন।

ইতিমধ্যে বেথুন বালিকাবিদ্যালয় সম্পর্কেই গবর্নমেণ্ট যাহা-কিছু অবহিত হইয়াছিলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লর্ড ডালহৌসির ভারত-ত্যাগের পর গবর্নমেণ্ট ইহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। ভারত গবর্নমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারী সার সিসিল বিডনের উপর এই কার্য ন্যস্ত হইল। বড়লাট ক্যানিং এবং তদীয় পত্নী বেথুন বিদ্যালয়টির প্রতি আকৃষ্ট হন। এদেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যাহাতে নিজ নিজ কন্যা এখানে অধিক সংখ্যায় প্রেরণ করেন সেই মর্মে বড়লাট-পত্নী ১৮৫৬ সনের জুন মাসে তাঁহাদের নিকট আবেদন জানান। বিডন সাহেবও বিদ্যালয়টির উন্নতি-মূলক কয়েকটি প্রস্তাব ১৮৫৬, ১২ আগষ্ট তারিখে গবর্নমেণ্টের নিকট পেশ করিলেন। নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের লইয়া একটি ম্যানেজিং কমিটি বা পরিচালক সভা গঠনের কথাও ইহার মধ্যে ছিল।[৪৭] ভারত-গবর্নমেণ্ট বিডনের প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক পরবর্তী ২০ সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত হিন্দু-প্রধানদের লইয়া বেথুনের বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা গঠনের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন :

সভাপতি— সার সিসিল বীডন ; সদস্যবর্গ— রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, অমৃতলাল মিত্র, রায় প্রাণনাথ চৌধুরী, রামরত্ন রায়, রাজেন্দ্র দত্ত, ভবানীপ্রসাদ দত্ত, রমাপ্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ; অবৈতনিক সম্পাদক— পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।[৪৮]

নূতন অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইবার পর এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। ১৮৫৭ সনের ১৩ই জানুয়ারীর 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে এই বিজ্ঞপ্তিটির কিয়দংশ এখানে দেওয়া গেল :

'কলিকাতা ও তন্নিকটবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন।

'বীটন [বেথুন] প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

'ভদ্রজাতি ও ভদ্রবংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না।

'পুস্তকপাঠ, হাতের লেখা, পাটীগণিত, পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম্ম এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। সকল বালিকাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে। আর যাহাদের কর্তৃপক্ষীয়েরা ইংরাজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইংরাজীও শিখে। বালিকাদিগকে বিনাবেতনে শিক্ষা ও বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে। আর যাহাদের দূরে বাড়ী, এবং স্বয়ং গাড়ী অথবা পাল্‌কী করিয়া আসিতে অসমর্থ তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আসিবার এবং বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্‌কী নিযুক্ত আছে।

'সিসিল বিডন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সম্পাদক। কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়।'

বিজ্ঞপ্তিটির মূল বিষয় বেথুন-প্রবর্তিত ব্যবস্থারই অনুগ। স্ত্রীশিক্ষা জনপ্রিয় করার জন্য গাড়ী ও পাল্‌কীর গায়ে বাহিরের দিকে লেখা থাকিত— 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ'। নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ-সভা, বিশেষত সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা-যত্নে এই বিদ্যালয়টি সুপরিচালিত হইতে থাকে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটিতে 'কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়' নামটিই পাওয়া যাইতেছে। পূর্বাপর এই নামেই বিদ্যালয়টি পরিচিত হইত নিঃসন্দেহ। বেথুন সাহেবের নাম পরবর্তীকালে ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়।

কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় ও মফস্বলে প্রায় সাত বৎসর যাবৎ বেসরকারী ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা চলিতে থাকে। গবর্নমেণ্ট সর্বপ্রথম ১৮৫৬ সনে কলিকাতা বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যয় ও পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে পরবর্তী কালে নারীজাগরণের যে সূচনা হয়, শিক্ষায় সাহিত্য চর্চায় কৃতিত্ব প্রদর্শন এবং ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও অপরিসীম সাহস ও বুদ্ধি প্রকাশ পায়— এ সকলেরই মূল অনেকটা ঐ বিদ্যালয়টির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। একদিকে গবর্নমেণ্ট কর্তৃক এই বিদ্যালয়টির পরিচালনা-ভার গ্রহণ এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে মফস্বলে আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন, অন্যদিকে ইহার কিঞ্চিৎ পরে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন, উত্তরপাড়া হিতকরী সভা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের আয়োজন— এইরূপ সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার লাভ করিতে থাকে। যাঁহারা একদা ইহার বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও অনেকেই পরে সুফল দৃষ্টে ইহার সপক্ষতা করেন। মিশনরী ও হিন্দু, সরকারী ও বেসরকারী সকল রকম প্রচেষ্টাই সে যুগে নারীচিত্তের বিকাশসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল।

৪

পরিশিষ্ট

১ কলিকাতা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল

কলিকাতা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে একখানি পিত্তল-ফলকও প্রোথিত করা হয়। ফলকের উপরকার লিপি হইতে ইহার প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণ-ইতিহাস সংক্ষেপে জানা যায়। লিপিটি এই :

Central School

FOR THE

EDUCATION OF NATIVE FEMALES,

FOUNDED BY SOCIETY OF LADIES,

WHICH

WAS ESTABLISHED ON MARCH 25, 1824,

PATRONESS :

THE RIGHT HON. LADY AMHERST.

GEORGE BALLARD, ESQ., TREASURER.

MRS.HANNA ELLERTON, SECRETARY.

MRS. MARY ANN WILSON, SUPERINTENDENT.

THIS WORK WAS GREATLY ASSISTED BY A LIBERAL

DONATION OF SICCA RUPEES 20,000

FROM RAJAH BOIDONAUTH ROY BAHADUR.

THE FOUNDATION STONE WAS LAID ON THE

18TH MAY, 1826, IN THE SEVENTH YEAR OF THE REIGN OF

HIS MAJESTY KING GEORGE IV.

THE RIGHT HON. WM. PITT. LORD AMHERST,

GOVERNOR-GENERAL OF INDIA.

C. K. ROBINSON, ESQ., GRATUITOUS ARCHITECT.[৪৯]

২ 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসবের কথা যথাস্থলে বলা হইয়াছে। ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে একখানি তাম্র-ফলকও প্রোথিত হয়। তাম্র-ফলকে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল:

IN THE REIGN OF
HER MOST GRACIOUS MAJESTY
VICTORIA,
THE FOUNDATION STONE
OF THE
HINDU FEMALE SCHOOL
IN
CORNWALLIS SQUARE CALCUTTA,
WAS LAID WITH MASONIC HONOURS
BY
MAJOR GENERAL THE HONOURABLE SIR JOHN
HUNTER LITTLER, G.C.B.,
DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.
ASSISTED BY
THE OFFICIATING DEPUTY GRAND
MASTER OF BENGAL,
SUPPORTED BY A NUMEROUS AND RESPECTABLE
CONVOCATION OF THE CRAFT
AND A LARGE ASSEMBLY OF THE
INHABITANTS OF CALCUTTA.
ON WEDNESDAY THE SIXTH DAY OF NOVEMBER,
A.D. MDCCCL. A.L. VDCCCL.

Wisdom exalteth her children, and layeth hold of them that seek her: he that loveth her loveth life, and they that seek to her early shall be filled with joy.—Ecclesiasticus, IV, 11, 12.

বেথুন প্রদত্ত রৌপ্য কর্ণিকে (Trowell) এই কথা কয়টি লেখা হয়। তাম্র-ফলকের উপর ইহা দ্বারা চূর্ণ-সুরকির প্রলেপ লাগাইয়া দেওয়া হয়।

PRESENTED BY
THE HONORABLE J. E. D. BETHUNE OF BALFOUR,
MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF INDIA :
AND PRESIDENT OF THE COUNCIL OF
EDUCATION,
To
MAJOR GENERAL
THE HONORABLE SIR JOHN HUNTER LITTLER, G.C.B.,
DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

Being the Trowel used in laying
THE FOUNDATION STONE
OF THE

Hindu Female School

A.D. MDCCCL. 6th Nov. A.L. VDCCCL.

Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. She openeth her mouth with wisdom: and in her tongue is the Law of Kindness. Her children arise up and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.

—Prov. xxxi, 10, 26, 28.

[On the Reverse]

Elevation of the Building with Masonic emblems. ৫১

পাদটীকা

১ *Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Education* by Jogesh C. Bagal. *Vide* Appendix, p. 70: Radhakanta Deb's Letter to J. E. D. Bethune.

২ C. Lushington's *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, Founded by the British in Calcutta and its Vicinity*, 1824.

এই পুস্তকে সম্পূর্ণ নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য। পরে এই পুস্তকখানি শুধু *Lushington* বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

৩ *The Calcutta Journal*, March 11, 1822.

Proceedings of the Calcutta School Society (1818-1831). Unpublished.

৫ *The Government Gazette* (Supplement), December 22, 1823.

৬ *Lushington*, op. cit.

৭ *A Biographical Sketch of David Hare* by Peary Chand Mitra, p. 56.

৮ *Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Educa*tion, pp. 19, 20.

৯ *Missionary Intelligence* for December 1827.

১০ *Ibid* for December 1825.

১১ *John Bull*, May 26, 1826.

১২ সমাচার দর্পণ, ২৮শে জুলাই ১৮২৭। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ, ১৮। সমাচার দর্পণের উদ্ধৃতিগুলি উক্ত পুস্তক (১ম ও ২য় খণ্ড) হইতে গৃহীত।

১৩ *The Government Gazette.* Quoted in *The Asiatic Journal* (London) for January 1829: Asiatic Intelligence, Calcutta, p. 89.

১৪ সমাচার দর্পণ, ২৮ জুন, ১৮২৮।

১৫ *The Government Gazette*, December 18 and *John Bull*, December 19, 1828.

১৬ *Hand-Book of Bengal Missions* (1848) by The Rev. James Long, p. 429.

১৭ *John Bull*, November 4, 1829. cp. *The Asiatic Journal* for April, 1829 : Asiatic Intelligence, Calcutta.

১৮ *The Asiatic Journal* for February, 1832.

১৯ *The Calcutta Christian Observer* for January, 1834.

২০ *Ibid* for February, 1842.

২১ *Ibid.* for June 1845.

২২ *Ibid.*, for February 1840: "Ladies' Society's Schools," p. 101.

২৩ *The Friend of India*, April 28, 1852.

২৪ *Missionary Intelligence* for January 1827.

২৫ *Ibid.* for February, 1828.

২৬ *The Calcutta Christian Observer* for April 1833.

২৭ *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, etc., Vol. II, p. 303.

২৮ *Missionary Intelligence* for February, 1828.

২৯ *First Report on the State of Education in Bengal* by W. Adam, p. 18. Calcutta University.

৩০ *The Calcutta Review* for July-September, 1855 : "Native Female Education."

৩১ *Native Female Education* by K. M. Banerjea, pp. 114-5.

৩২ *The Calcutta Christian Observer* for March, 1840.

৩৩ সমাচার দর্পণ, ২৯ এপ্রিল, ১৮৩৭।

৩৪ *The Calcutta Christian Observer* for April, 1840.

৩৫ *Report of the General Committee of Public Instruction, etc.*, for 1842-43 (Hindoo College Annual Report for 1842. Appendix K., p. lxxiii).

৩৬ *The Friend of India*, May 15, 1845.

৩৭ *General Report of the Committee of Public Instruction*, etc., from 1st May, 1848 to 1st October, 1849, p. xxx.

৩৮ *A Biographical Sketch of David Hare*, pp. 107-9.

৩৯ লর্ড ডালহৌসীকে লেখা বেথুনের পত্র। *Cf. Beginnings of Modern Education in Bengal: Women's Education*, Appendix, পৃ. ৭৩-৮।

৪০ 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার', 'মদনমোহন তর্কালংকার'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১ *The Bengal Hurkaru and India Gazette*, November 9, 1850.

৪২ *Beginnings of Modern Education in Bengal: Women's Education*, Appendix, pp. 69, 70.

৪৩ *Journal of the Asiatic Society of Bengal, N.S. XXIII*, 1927, No. 3: "Ishwarchandra Vidyasagar as a Promoter of Female Education of Bengal," by Brajendranath Banerjee.

৪৪ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, —শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃ. ৮৫-৬

৪৫ পত্রাবলী, ৩০ নং পত্র, পৃ. ৪০

৪৬ *Selections from Educational Records*, Part II, by J. A. Richie, p. 61.

৪৭ সংবাদ প্রভাকর, ২৬ জুলাই ১৮৫৬

৪৮ ঐ, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬

৪৯ *Beginnings of Modern Education in Bengal: Women's Education*, p. 24.

৫০ *The Bengal Hurkaru and India Gazette*, November 8, 1850.

৫১ *Ibid.*

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয় ১॥০

পঞ্চম সংস্করণ। নবম মুদ্রণ

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয় ১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ১॥০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার ৩।০

নবপ্রকাশিত

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয় ১॥০

নবপ্রকাশিত